কিশোর ক্লাসিক

রাফায়েল সাবাতিনি-এর

ক্যাপ্টেন ব্লাড

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

সবা প্রকাশনা

ANIK

FUAD

কিশোর ক্লাসিক

ক্যাপ্টেন ব্লাড

রাফায়েল সাবাতিনি

রুপান্তর - কাজী শাহনূর হোসেন

নিরাপরাধ ডাক্তার পিটার ব্লাডকে অন্যায়ভাবে বন্ধী করে বেচে দেয়া হল ওয়েষ্ট ইন্ডিজে - ক্রীতদাস হিসেবে।
কিন্তু মনিবের জুলুম সইতে পারল না সে।
সহবন্দীদের সহায়তায় একটি স্প্যানিশ জাহাজ দখল করে জলদস্যু বনে গেল।
কিন্তু এমন জীবন ত চায়নি ক্যাপ্টেন ব্লাড।
গভর্নরের ভাতিজীকে ভালবেসেছে সে।
মেয়েটিকে কিভাবে বোঝাবে বোম্বেটে জীবন বাধ্য হয়ে বেছে নিতে হয়েছে তাকে?
অ্যারাবেলা কিয়া আদৌ বুঝবে ব্লাডকে?
ভালবাসবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা - ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

ক্যাপ্টেন ব্লাড

রাফায়েল সাবাতিনি

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৪

এক

উইনডো বক্সের জিরেনিয়াম ফুলের চারাগুলোয় পানি দেয়ার সময় ডাক্তার পিটার ব্লাডের দৃষ্টি চলে গেল নিচের রাস্তায়। লোকজন জটলা করছে। ওদের হ্যাটে কচি ডাল বাঁধা, হাতে অদ্ভুত সব অস্ত্র। কারও কারও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র বা তরোয়াল থাকলেও বেশিরভাগেরই মুগুর আর ফার্মিং নাইফ সম্বল। বিভিন্ন পেশার লোক এরা। কেউ তাঁতী, কেউ ছুতোর, কেউবা আবার মুচি, মিস্ত্রী।

পিটার ব্লাডের শহর, অর্থাৎ ব্রিজ ওয়াটারের জনতা টনটনের প্রতিবাদীদের মতই ডিউক অভ মনমাউথের সমর্থনে একাবদ্ধ। রাজা দ্বিতীয় জেমসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ডিউক, দাবি তার ইংল্যান্ডের সিংহাসন।

সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পিটার ব্লাড কিন্তু এক মনে নিজের কাজ করে চলেছে। জুলাইয়ের সন্ধেবেলায় রাজপথ যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সেদিকে নজর নেই। তার মতে বিদ্রোহী মাত্রই নির্বোধ। তা নইলে নিজের পায়ে কুড়াল মারে কেউ?

পিটার ব্লাড মনমাউথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সে জানে, সিংহাসন প্রাপ্তির ব্যাপারে কোনও আইনগত দাবি নেই ডিউকের। ফলে অনর্থক খুনোখুনি, রক্তপাতই সার হবে, কাজের কাজ হবে না কিছুই। ব্লাড দুঃখের হাসি হাসল। এই বোকাগুলোর অনেকেই কাল আর সূর্যোদয় দেখতে পাবে না। ও জানে, আসলে সবাই জানে, সে রাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে মনমাউথ। সেজমুরের কাছে তাঁবু খাটানো রাজসৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালাবে। ব্লাডের ধারণা, রয়্যালিস্ট নেতা লর্ড ফেভারশ্যামও এ ব্যাপারে ভালই অবগত আছেন। ফলে যুদ্ধের পরিণতি হতে যাচ্ছে মনমাউথের অভ্যুত্থানের সমূল ধ্বংস।

জানালা বন্ধ করার সময় ওর মনে হলো ও ডাক্তার মানুষ, যোদ্ধা নয়। আহত যোদ্ধাদের বরং সারিয়ে তোলাই ওর দায়িত্ব। পর্দা টেনে দিয়েছে ও। ঘরে মোমবাতির মিষ্টি আলো। হাউজকীপার টেবিলে খাবার রেখে গেছে।

খাওয়া সেরে সকাল সকাল বিছানায় গেল ও। রাত এগারোটার দিকে মনমাউথ যখন বিদ্রোহীদের নিয়ে আক্রমণ শানাতে যাচ্ছে তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্লাড। রাত দুটোয় মুখোমুখি হলো দু'পক্ষ ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো মনমাউথের বাহিনী। দূরাগত কামানের গর্জন ব্লাডের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙল ওর। সূর্য তখন রক্তাক্ত প্রান্তরের ওপর উঁকি দিচ্ছে। বিছানায় উঠে বসে চোখ ঘষছে ব্লাড এমন সময় শুনতে পেল দরজায় জোর ধাক্কার শব্দ। নাম ধরে ডাকছে কে যেন। ড্রেসিং গাউন পরে, পায়ে চটি গলিয়ে নিচে নেমে এল ও।

ভোরের আবছা সোনালী আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক আর একটি ঘোড়া। ধুলো কাদা মাখা যুবকটির কোটের ডান হাতা ছিঁড়ে ঝুলছে। কথা বলার জন্যে মুখ খুলেও দীর্ঘ এক মুহূর্ত নির্বাক রইল সে। ব্লাড ইতোমধ্যে চিনে ফেলেছে যুবককে। জেরেমি পিট। জাহাজের ক্যাপ্টেন। এর খালা এ পাড়ায় থাকে।

'তাড়াহুড়ো কোরো না,' বলল ব্লাড। 'যা বলার ধীরে সুস্থে বলো।'

কথাটা যুবকের কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। হাঁফাচ্ছে। 'লর্ড গিলডয়,' কোনমতে বলল। 'মারাত্মক আহত···ওগলথর্পের ফার্মে আছে। আমিই বয়ে নিয়ে গেছি···ও আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে। প্লীজ, চলুন আমার সঙ্গে! জলদি!'

'নিশ্চয় যাব,' বলল ব্লাড। বিষণ্ন বোধ করছে। গিলডয় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওকে সাহায্য করতে মনেপ্রাণে তৈরি সে। যদিও জানে তার বন্ধুটি ডিউক মনমাউথের সক্রিয় সমর্থক।

ক'মিনিট বাদে জেরেমি পিটের ক্লান্ত ঘোড়ায় চেপে রওনা দিল ওরা। পিটার ব্লাডের জীবনে শুরু হলো এক স্মরণীয় পরিবর্তন। আপাত দৃষ্টিতে পিটকে সাধারণ একজন দূত মনে হলেও সে ঘুরিয়ে দিল এই ডাক্তারটির ভাগ্যের চাকা।

দুই

ব্রিজ ওয়াটারের মাইল খানেক পশ্চিমে, নদীর ডান তীরে ওগলথর্পের ফার্মের অবস্থান। পথে ব্লাড আর পিট যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত

অসংখ্য আহত, ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ দেখতে পেল।

মাঠের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া শর্টকাট রাস্তাটা ধরল পিট্। এখানেও পরাজিত বাহিনীর সদস্যদের দেখা পেল ওরা। লোকগুলো বারবার পিছু ফিরে চাইছে। মনে আতঙ্ক, এই বুঝি লাল কোট পরা রাজসৈন্যরা ধরতে এল।

শেষ তক ফার্মে পৌঁছল ওরা। ফার্মের মালিকের নাম বেনস। সে ওদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল। হলরুমে জানালার নিচে একটি খাটিয়ায় শুয়ে রয়েছে লর্ড গিলডয়। মিস্টার বেনসের স্ত্রী ও কন্যা তার শুশ্রূষা করছে। লোকটির গাল দুটো ফ্যাকাসে, প্রতি নিশ্বাসেই তার নীল ঠোঁট জোড়া থেকে মৃদু গোঙানির শব্দ আসছে।

ব্লাড দ্রুত কাজে লেগে পড়ল। আহত লোকটির কোট ছেঁড়ার পর পানি আর ব্যান্ডেজ চাইল, ড্রেস করবে। শরীরের ডান পাশে মারাত্মক ক্ষত। আধ ঘণ্টা পরে রাজসৈন্যরা যখন ফার্মহাউজে প্রবেশ করল তখনও রোগীর সেবায় ব্যস্ত ডাক্তার ব্লাড। ঘোড়ার খুরের শব্দ বা সৈন্যদের চেঁচামেচি তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। লর্ড গিলডয় এতক্ষণে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েছে। আতঙ্কিত সে। বেনস, তার স্ত্রী আর মেয়েও তটস্থ।

'ভয়ের কিছু নেই,' শান্ত স্বরে অভয় দিল ব্লাড। 'এটা খ্রীষ্টানদের দেশ। খ্রীষ্টানরা আহতদের সঙ্গে যুদ্ধ করে না। এমনকি আহতদের যারা সাহায্য করে তাদের সঙ্গেও নয়।'

ডজন খানেক লাল কোট পরা সৈন্য হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল হলঘরটিতে। তাদের নেতৃত্বে ঘন ভ্রূওয়ালা মোটা মত এক লোক। তার কোটের বুকের কাছে সোনালী ফিতে। চিৎকার করে নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে এল ও, হাত তরোয়ালে।

'আমি ক্যাপ্টেন হোবার্ট– রাজসৈন্য,' ফার্মের মালিকের উদ্দেশে বলল। 'এখানে বিপ্লবীদের লুকিয়ে রেখেছেন কেন?'

কাঁপা গলায় জবাব দিল বেনস, 'আমি...আমি বিপ্লবীদের লুকিয়ে রাখিনি। এই ভদ্রলোক আহত অবস্থায়...'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' সশব্দে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন আহত লোকটির শয্যাপাশে। কড়া চোখে চেয়ে রয়েছে। 'কিভাবে আহত হয়েছে বলে দিতে হবে না। ব্যাটা বিদ্রোহী কোথাকার।' সৈন্যদের দিকে ফিরল ও। 'একে বার করে নিয়ে যাও!'

ব্লাড সৈন্য ও আহত লোকটির মাঝখানে রুখে দাঁড়াল। 'এই ভদ্রলোকের অবস্থা খুবই করুণ। টানাহেঁচড়া করলে এঁকে আর বাঁচানো সম্ভব নাও হতে পারে। মানবতার স্বার্থে এঁকে ছেড়ে দিন।'

ক্যাপ্টেন হোবার্ট যেন কথাটা শুনে আমোদ পেয়েছে। 'মানবতার নিকুচি করি! রাস্তার ফাঁসিকাঠে ঝোলাব এটাকে। সব শালাকে জন্মের মত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

'বিনা বিচারে ফাঁসি দেবেন? আপনারা খ্রীষ্টান না আর কিছু!' চেঁচাল পিটার ব্লাড।

ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেন চরকির মত ঘুরল ওর দিকে।

'তুমি কে হে? বড্ড বেশি ফটর ফটর করছ!'

'আমার নাম ব্লাড, স্যার– পিটার ব্লাড।'

কুৎসিত হাসল ক্যাপ্টেন। 'তুমি এখানে মরতে এসেছ কেন?'

'আমি একজন ডাক্তার। এই ভদ্রলোকের চিকিৎসা করতে এসেছি। থাকি ব্রিজওয়াটারে।'

'তুমিও নিশ্চয় ওই ডিউকটার দলে,' অবজ্ঞার সঙ্গে বলল ক্যাপ্টেন। সৈন্যদের দিকে চাইল আবার। 'খাটিয়াটা তুলে নাও,' নির্দেশ দিল। 'ব্রিজওয়াটারে নিয়ে যাও একে। আগে জেলে ঢোকানো হবে তারপর এর ব্যাপারে যা অর্ডার হবে মানব।'

'নেয়ার পথেই হয়তো মারা যেতে পারেন,' ব্লাড আরেকবার বোঝাতে চেষ্টা করল।

'আমার তাতে কি?' নিষ্ঠুর হেসে বলল ক্যাপ্টেন। 'আমার কাজ হচ্ছে সব শালা বিপ্লবীকে পাকড়াও করা।'

দু'জন সৈন্য তুলে নিল খাটিয়া। গিলডয় ব্লাডের দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করল। 'বন্ধু,' বলল ও, 'আমি আপনার কাছে ঋণী। বেঁচে থাকলে ঋণ শোধ করতে...'

ব্লাড বাউ করল। তারপর সৈন্যদের উদ্দেশে বলল, 'সাবধানে নেবেন। ওঁর জীবন এখন আপনাদের হাতে।' ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল এবার, 'আপনি অনুমতি দিলে আমি এখন যাব।'

'আপনি থাকবেন,' কঠোর নির্দেশ এল। জেরেমি পিটকে দেখিয়ে ক্যাপ্টেন সৈন্যদের বলল, 'একেও ব্রিজওয়াটারে নিয়ে যাও। আর ওই লোকটাকেও,' বেনসকে ইশারায় দেখাল। 'বিপ্লবীদের ঘরে ঠাঁই দেয়ার মজা বোঝানো হবে।'

ঘরে একটা শোরগোল শুরু হলো। বেনস সৈন্যদের খপ্পরে পড়ে ছটফট করছে। আতঙ্কিত মহিলারা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ওদের দিকে এগোল ক্যাপ্টেন।

বেনসের মেয়ের কাঁধ চেপে ধরেছে। মেয়েটি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল ক্যাপ্টেনের দিকে। লোকটি বাঁকা হেসে এক হাতে ওর চিবুক তুলে ধরে অন্যহাতে সজোরে চড় কষাল গালে।

'এবার মুখে তালা পড়বে,' গর্জাল ক্যাপ্টেন। মিসেস বেনস মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কাঁপছে তরুণী।

'এদের নিয়ে যাও,' বন্দী দু'জনকে আঙুল দেখিয়ে সৈন্যদের আদেশ করল ক্যাপ্টেন। তারপর কি যেন ভেবে যোগ করল, 'একেও নাও।' ব্লাডের প্রতি ইঙ্গিত।

এক জোড়া বজ্রমুষ্টি চেপে ধরল ব্লাডকে। সে শক্তিশালী পুরুষ, ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। কিন্তু তক্ষুণি আবার একাধিক সৈন্য ওকে ধরে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে দিল। ঠেলে ধাক্কিয়ে উঠনে নিয়ে আসা হলো ওকে। পিট আর বেনস অপেক্ষা করছে ওখানে।

জনৈক অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়ার রেকাবের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে প্রত্যেককে। ঘোড়া ছুটলে বন্দীদেরও বাধ্য হয়ে ছুটতে হবে। ক্যাপ্টেনের আদেশে ব্রিজওয়াটারের উদ্দেশে রওনা দিল সৈন্য দল।

তিন

তিন মাস পরে জেলখানার ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে পিটার ব্লাড, জেরেমি পিট আর অ্যান্ড্রু বেনস ওয়েস্ট ইন্ডিজে চিরতরে নির্বাসিত হলো; ক্রীতদাস হিসেবে। আখ খেতে শ্রম দিতে হবে ওদেরকে। ব্রিস্টলে নিয়ে যাওয়ার পর আরও পঞ্চাশ জন অপরাধীর সঙ্গে জাহাজে তুলে দেয়া হয়েছে এ তিনজনকে। জাহাজটির নাম 'জ্যামাইকা মার্চেন্ট।' জাহাজের খোলে বন্দী হয়ে পাড়ি জমাল ওরা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টিকতে না পেরে এগারোজন মারা পড়ল। এদের মধ্যে ব্লাডদের সঙ্গী হতভাগ্য ফার্ম মালিক বেনসও রয়েছে। তবে পিটার ব্লাড না থাকলে মতের সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরও অনেক বাড়ত।

অসুস্থদেরকে দিনরাত শুশ্রূষা করে গেছে ও। ফলে রোগ বিশেষ ছড়াতে পারেনি, অন্যরা বেঁচে গেল।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি জ্যামাইকা মার্চেন্ট বার্বাডোজ দ্বীপের ব্রিজটাউনে নোঙর ফেলল। নামিয়ে দিয়েছে বিয়াল্লিশ জন বন্দীকে।

এক দল মিলিশিয়া এবং কজন সিভিলিয়ান ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মহিলা আর নিগ্রোও রয়েছে তাদের মাঝে। এই কলোনির গভর্নর স্টীড ওদের দিকে এগিয়ে এল। মোটা সোটা, খাটো, লাল মুখো লোকটি সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে, হাতে লাঠি। তার পেছন পেছন এল লম্বা, শক্তপোক্ত এক লোক, পরনে বার্বাডোজ মিলিশিয়ার কর্নেলের পোশাক। কুৎসিত, নিষ্ঠুর চেহারা। কর্নেলের পাশে রাইডিং ড্রেস পরিহিতা সুন্দরী এক তরুণী। কোঁকড়া চুলগুলো কাঁধের দু'পাশে ছড়ানো, সূর্যের তাপ তার চামড়ার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ধবধবে ফর্সা। দুর্দশাগ্রস্ত বন্দীদেরকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছে মেয়েটি।

পিটার ব্লাড হাঁ করে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। নিজের অপরিচ্ছন্ন শরীর আর চেহারার কথা মনে পড়তেই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল। এই সুন্দরীর মুখোমুখি দাঁড়ানোর মত অবস্থায় নেই সে।

মেয়েটি তার সঙ্গীর কোটের হাতা ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়াল। মৃদু বিরক্তির শব্দ করে ওর দিকে ফিরল লোকটি। সঙ্গীর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলছে মেয়েটি, তবে কর্নেল বিশেষ কান দিচ্ছে বলে মনে হলো না। গভর্নর ইতোমধ্যে ওদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছে। ব্লাড মেয়েটির কথা শুনতে পাচ্ছে না, নিচু স্বরে কথা বলছে। কর্নেলের কথা কানে আসছে মাঝে মধ্যে; কিন্তু গভর্নরের চড়া স্বরের কথাগুলো সবাই শুনছে।

'ঠিক আছে, কর্নেল বিশপ,' বলল গভর্নর, 'আপনিই আগে পছন্দ করুন। তারপর অন্যরা চাইলে এদের কিনে নিতে পারবে।'

কর্নেল মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল। 'চাষের কাজে এদের দিয়ে খুব একটা সুবিধে হবে মনে হয় না,' উঁচু স্বরে বলল সে। কুতকুতে চোখজোড়া বন্দীদের আবারও একবার পরখ করে নিল। কাছে এগিয়ে এসে জেরেমি পিটের সামনে দাঁড়াল ও। যুবকটির হাতের মাংসপেশীতে হাত রাখল। তারপর মুখ হাঁ করে দাঁত দেখাতে বলল। মানুষ নয় যেন ভারবাহী কোন পশুকে যাচাই করছে।

শেষ পর্যন্ত জ্যামাইকা মার্চেন্টের ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল, 'এটার

জন্যে পনেরো পাউন্ড পাবেন।'

'ত্রিশও এর জন্যে কম হয়ে যায়, স্যার!' পাল্টা জানাল ক্যাপ্টেন।

'ওই টাকায় একটা নিগ্রো পাওয়া যায় সাদা কুত্তাগুলো বেশিদিন বাঁচে না। কাজেও ফাঁকি দেয়। বড় জোর বিশ দিতে পারি। তার বেশি এক পেনিও নয়।'

দরাদরির ধরন দেখে ব্লাড প্রমাদ গুণল। কর্নেল বিশপ তখন লাইন ধরে হাঁটা দিয়েছে। ব্লাডের প্রতি একবার দৃষ্টি দিয়ে পাশ কাটাল। কিন্তু তার চোখ আটকে গেল ব্লাডের পাশে দাঁড়ানো কানা দৈত্য উলভারস্টোনের শরীরে। সেজমুরে একটি চোখ হারিয়েছে ও। কর্নেল আবার দর-দাম শুরু করল।

অন্যান্য ক্রেতারা ওদের দেখল, চলে গেল। হঠাৎ লাইনের শেষ প্রান্তে নড়াচড়া শুরু হলো। ব্লাড দেখতে পেল মেয়েটি বিশপের সঙ্গে কথা বলছে, রূপালী হাতলের চাবুকটা দিয়ে ইঙ্গিত করছে লাইনটির দিকে। মেয়েটি কাকে দেখাচ্ছে বোঝার জন্যে চোখের কাছে হাত তুলে আড়াল নিল বিশপ। তারপর ভারী, ধীর পদক্ষেপে লাইনের গোড়ার দিকে হেঁটে এল। গভর্নর আর মেয়েটিও আছে। ব্লাডের কাছে পৌঁছলে মেয়েটি চাবুক দিয়ে ওর বাহুতে আলতো টোকা দিল।

'এর কথা বলছিলাম,' বলল মেয়েটি।

'এটা?' কর্নেল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানতে চাইল। ব্লাড নিজেকে একজোড়া ছোট, বাদামী চোখের দৃষ্টিতে ভস্ম হতে দেখল।

'হুঁহ! হাড্ডির থলে। এটাকে দিয়ে হবেটা কি?' ঘুরে চলে যাচ্ছিল এমন সময় জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'হ্যাংলা হলেও এর গুণ কম নয়। অসুস্থদের সবাইকে এ-ই সারিয়ে তুলেছে। পনেরো পাউন্ড অন্তত দিন, কর্নেল। দেখবেন এখানকার গরমের সঙ্গে এ খাপ খাইয়ে নেবে।'

গভর্নর স্টীড হেসে ফেলল। 'আপনার ভাতিজী মানুষ চিনতে ভুল করে না, কর্নেল। ওর পছন্দের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।' নিজের কৌতুকে খুব একচোট হাসল সে। কর্নেলের ভাতিজী কিন্তু মোটেই মজা পায়নি, বিরক্তির দৃষ্টিতে চাইল।

'দশ পাউন্ড দিতে পারি,' শেষ পর্যন্ত জানাল কর্নেল।

পিটার ব্লাড মনেপ্রাণে কামনা করছে ক্যাপ্টেন যেন অফারটি প্রত্যাখ্যান করে। এই ভয়ঙ্কর লোকটি এবং তার ভাতিজীর সম্পত্তি

হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার নেই। কিন্তু ক্রীতদাস তো ক্রীতদাসই, নিজের ভাগ্য বদলের কোন ক্ষমতা কি তার থাকে? দশ পাউন্ডের বিনিময়ে কর্নেল বিশপের কাছে বিক্রি করা হলো পিটার ব্লাডকে।

চার

এক মাস পরের কথা। জানুয়ারির রোদ ঝলমলে এক সকাল। মিস অ্যারাবেলা বিশপ ঘোড়ায় চেপে চাচার পাহাড়ের ওপরকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, শহরের উত্তর-পশ্চিমে যাবে। তার সঙ্গে দুজন নিগ্রো। ওরা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে দৌড়চ্ছে পেছন পেছন। গভর্নমেন্ট হাউজে যাচ্ছে অ্যারাবেলা। গভর্নমেন্টের অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে। পথে লম্বা, পাতলা এক লোকের সঙ্গে দেখা হলো। উল্টো দিকে হেঁটে চলেছে। লোকটিকে আগে কোথাও দেখেছে মনে হলো ওর।

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে অ্যারাবেলা। আগুয়ান লোকটিকে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল। উজ্জ্বল একজোড়া চোখের সঙ্গে মিলন হলো ওর দু'চোখের। লোকটি চলে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে, থামাল অ্যারাবেলা।

'আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে,' বলল ও।

'নিজের জিনিসকে চিনতে পারছেন না?' জবাব এল।

'নিজের জিনিস?'

'ওই একই হলো– আপনার চাচার। আমার নাম পিটার ব্লাড, দাম পাক্কা দশ পাউন্ড।'

এবার আর চিনতে অসুবিধে হলো না। গত এক মাসে একবারও দেখা হয়নি বলে চেনেনি। অনেক বদলেছে লোকটি। এখন আর তাকে ক্রীতদাস মনে হচ্ছে না। অ্যারাবেলার মনে পড়ল লোকটি ডাক্তার। এর চিকিৎসায় গভর্নরের গেঁটেবাত সেরেছে। ফলে ব্রিজটাউনে রীতিমত বিখ্যাত হয়ে গেছে ব্লাড। তার সেবার বিনিময়ে মোটা ফি নিচ্ছে কর্নেল বিশপ। আখ চাষের চেয়ে ক্রীতদাসটিকে ডাক্তারি করতে দেয়াই লাভজনক তার জন্যে।

'আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, ম্যাডাম,' বলল ব্লাড। 'অন্য কেউ

আমাকে কিনলে হয়তো খেতেই খেটে মরতাম, ডাক্তারি করার সুযোগ পেতাম না।'

'সেজন্যে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর কিছু নেই। চাচা আপনাকে কিনেছেন, আমি নই।'

'আপনি না বললে তো আর হত না।'

'আপনার জন্যে করুণা হয়েছিল,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল অ্যারাবেলা। 'চাচা খুবই কড়া ধাঁচের মানুষ। সব আখ চাষীই তাই। তবে তাঁর চেয়েও বাজে লোক আছে। মিস্টার ক্র্যাবস্টোন নামে এক লোককে সবাই ভয় পায়।'

ব্লাডের বিস্ময় কাটেনি। 'কিন্তু আমি ছাড়া আরও অনেক লোকই তো ছিল।'

'তাদেরকে আপনার মত মনে হয়নি।'

'সেটা খুব স্বাভাবিক।'

'বাহ্, নিজের প্রতি বেজায় উঁচু ধারণা দেখছি আপনার।'

'বলতে পারেন উল্টোটা।'

'কিরকম?'

'ওরা আসলেই বিদ্রোহী, আমি নই। সেটাই পার্থক্য।'

'কিন্তু বিদ্রোহী না হলে এখানে এলেন কেন?'

সংক্ষেপে সব জানাল ব্লাড।

'মাই গড! কি অবিচার!' না বলে পারল না অ্যারাবেলা।

'রাজা জেমস ভালভাবেই ইংল্যান্ড শাসন করছেন,' তিক্ততার সঙ্গে বলল ব্লাড। 'আমার কাছে বার্বাডোজই ভাল। এখানে অন্তত ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা যায়।'

বাউ করল ও, আবার চলতে শুরু করল অ্যারাবেলার ঘোড়া। নিগ্রো দুটো লাফিয়ে উঠে ছুট লাগাল।

পিটার ব্লাড ঠায় দাঁড়িয়ে, ব্রিজটাউন উপসাগরের পানি ঝিকমিক করছে; সেদিকে চোখ তার। চমৎকার প্রকৃতি, তবুও তো জেলখানা!

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজের পথ ধরল। সহবন্দীদের চেয়ে সে ভাগ্যবান। কিন্তু সেজন্যে আত্মতুষ্টির কোন কারণ নেই। বরঞ্চ ওদের দুর্দশার কথা ভেবে তার নিজের অশান্তি আরও বাড়ল। কর্নেল বিশপ বিয়াল্লিশজন বন্দীর পঁচিশ জনকে কিনে নিয়েছে। বাকি বন্দীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন লোকের খেতে। ব্লাড ওদের অবস্থা কেমন জানে

না। কিন্তু বিশপের ক্রীতদাসদের প্রতি যে নিষ্ঠুর, অমানবিক আচরণ করা হয় তা তো তার নিজ চোখে দেখা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় ওদের। দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে দেখলে ওভারসিয়ার চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেয়। অর্ধভুক্ত লোকগুলো ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। সম্প্রতি দুজন শ্রমিক বিদ্রোহ করলে তাদের চরম ভাবে চাবুকপেটা করা হয়েছে।

পিটার ব্লাডকে এসব অবমাননা সইতে না হলেও ভেতর ভেতর সে মানবজাতির প্রতি গভীর বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা অনুভব করে। এজায়গা থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে তার। মিস বিশপের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হলে দু'এক মিনিটের জন্যে কথাবার্তাও হয়। কিন্তু সুন্দরী তরুণীটির ভুবনমোহিনী সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বল হওয়া থেকে অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রাখে ও। মেয়েটির চাচার মত জঘন্য অমানুষ জীবনে দেখেনি। অ্যারাবেলাকেও তাই লোকটির কাছ থেকে আলাদা করে ভাবতে পারে না। নিষ্ঠুর লোকটির রক্ত বইছে ওই মেয়ের শরীরে। চাচার নির্মমতার কিছুমাত্র কি থাকবে না ওর অন্তরে? মেয়েটিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চায় ও, যখন পারে না তখন শীতল ভদ্রতা দেখায়।

পাঁচ

আখ শ্রমিকদের দুরবস্থা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পিটার ব্লাড সবাইকে উদ্ধার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে উদ্দেশ্যেই একটি ছোটখাট জাহাজ হাতে পাওয়ার জন্যে গোপনে খোঁজ খবর করছে। জেরেমি পিট শিক্ষিত নৌ ক্যাপ্টেন। ক্রীতদাসদের মধ্যেও অনেক নাবিক রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জাহাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ।

একদিনের ঘটনা– জেরেমি পিট চাবুকের বাড়ি খেয়ে মেজাজ হারাল। স্বয়ং বিশপকেই আক্রমণ করে বসল সে। বিশপের নিগ্রো পাহারাদাররা তক্ষুণি ঠেসে ধরল ওকে। মুহূর্তে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে দেয়া হলো। বিশপ হাঁফাচ্ছে, কুৎসিত

মুখটা তার রাগে থমথম করছে। জেরেমি পিটের দিকে এক ঝলক চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'নিয়ে আয় ওকে।'

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো পিটকে। মুখ বুঝে সহ্য করা ছাড়া সহকর্মীদের অন্য কোন পথ নেই। ক্রীতদাসদের কোয়ার্টারের সামনে ছেঁচড়ে আনার সময় পিটের চোখ চলে গেল বিস্তৃত উপসাগরের দিকে। জীবনে আজই কি শেষবারের মত নোঙর করা জাহাজ দেখছে ও? পোতাশ্রয়ের প্রবেশ পথের দিকে ধীরে এগোচ্ছে চমৎকার একটি জাহাজ, ইংল্যান্ডের পতাকা দুলিয়ে।

কর্নেল বিশপ থলথলে হাতের আড়ালে চোখ ঢেকে জাহাজটিকে দেখছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওটা বন্দরে নোঙর করবে। তার আগেই পিটকে শাস্তি দেয়া হয়ে যাবে! ওকে তড়িঘড়ি ঠেলে স্টকে আটকে দেয়া হলো। বেআদব ক্রীতদাসদের এভাবেই স্টকের গর্তে হাত পা ঢুকিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। কর্নেল বিশপ ক্রূর হেসে ধীর পায়ে এগোল।

'বদমেজাজী কুত্তাকে শেখানো হবে কিভাবে মনিব মানতে হয়,' বলল সে। নয় স্ট্র্যাপওয়ালা চাবুকটা তুলে নিল।

সপাসপ বাড়ি পড়ছে বন্দীর মাথায়-কাঁধে। পিট একবারের জন্যেও চেঁচাল না। ফলে বিশপের মেজাজ আরও চড়ে গেল। এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে সে নিজেই ক্ষান্ত দিল। অবশ্য ততক্ষণে পিট বেচারার ঘাড় থেকে কোমর অবধি কালসিটে পড়ে গেছে। কয়েক জায়গায় ফেটে গেছে চামড়া। পিট স্টকের গায়ে ঢলে পড়েছে, মাঝে মধ্যে কেবল মৃদু গোঙানির শব্দ করছে।

'এবার হুঁশ হবে!' গর্জাল বিশপ। নিগ্রো গার্ডদের নিয়ে চলে গেল।

দু'ঘণ্টা বাদে ব্লাড খুঁজে পেল পিটকে। কাঠফাটা রোদ আর মাছির ঝাঁক হামলে পড়েছে ওর পিঠের ওপর। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ও। ব্লাড প্রথমে পানি মুখে তুলে দিল ওর। তারপর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে মলম লাগাল। এসময় ক্রুদ্ধ একটি কণ্ঠস্বর ধমকে উঠল হঠাৎ।

'করছ কি?' কর্নেল বিশপ ধেয়ে আসছে, সঙ্গে যথারীতি নিগ্রো গার্ডরা।

কর্নেলের দিকে ফিরে শান্ত স্বরে বলল ব্লাড, 'কি করছি? দায়িত্ব পালন।'

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পিটের পিঠের ব্যান্ডেজ ছিঁড়ে দিল

বিশপ। আর্তনাদ করে উঠল পিট, ককাচ্ছে।

'একটু দয়া করুন। মানবতার খাতিরে...' বলতে চেষ্টা করল ব্লাড।

'তুমি ভাগো এখা থেকে।' ঝট করে ঘুরে বলে উঠল বিশপ। 'আমার অনুমতি ছাড়া এর কাছেপিঠে যদি আসো, তো তোমারও একই হাল করে ছাড়ব।'

ব্লাড এতটুকু নড়ল না।

'আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে দিন,' শান্তস্বরে অনুরোধ করল। 'নইলে ডাক্তার হিসেবে আজই আমার শেষ দিন। এই দ্বীপের আর কারও অসুখ বিসুখে আমাকে পাবেন না– গভর্নরের জন্যেও নয়।'

মুহূর্তের জন্যে কর্নেল হতভম্ব হয়ে গেল। মুখে কথা সরল না। তারপর হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচাল, 'আমাকে হুমকি দিস– তোর এতবড় সাহস!'

'হ্যাঁ,' নির্লিপ্ত শোনাল ব্লাডের কণ্ঠ। তার চোখজোড়া বিশপের চোখে।

বিশপ দীর্ঘ একটি মুহূর্ত ওকে লক্ষ করল। তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে বেশি ভদ্রতা করে ফেলেছি। তবে নিজেকে শুধরাতে সময় লাগবে না আমার।' ঠোঁটে ঠোঁট চাপল। 'চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেয়া হবে।'

'তাই? কিন্তু গভর্নর স্টীডের কথা একবারও ভাবছেন না?'

'তুমি ছাড়া এই দ্বীপে আর ডাক্তার নেই মনে করো?'

ব্লাড হেসে ফেলল। 'সেকথা গভর্নরকেই বলে দেখুন না। অন্য কোন ডাক্তারকে তাঁর মনে ধরলে তো!'

ক্রুদ্ধ কর্নেল কর্ণপাত করল না। নিগ্রোদের উদ্দেশে হাঁক পাড়ল, কি যেন আদেশ করবে। কিন্তু হাঁক দেয়াই সার, সেই আদেশ আর তার দেয়া হলো না। কর্নেলের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে আচমকা প্রচণ্ড শব্দে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে। কর্নেল বিশপ আঁতকে উঠে ঝেড়ে দিল দৌড়, তার নিগ্রোরাও বসে রইল না। এমনকি ব্লাডও ওদের পিছু নিল। উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান লোকগুলোর দৃষ্টি চলে গেল সাগরের দিকে। দুর্গের কাছে বন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই জাহাজটি। গোলা ছোঁড়ায় ওটার কামানগুলো থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে, তার ফলে ঘন মেঘের সৃষ্টি হয়েছে। মূল মাস্তুল থেকে ইংল্যান্ডের পতাকা ইতোমধ্যে নেমে গেছে। সে জায়গায় এখন পতপত করে উড়ছে স্পেনের লাল-

সোনালী নিশান।

এবার সবাই বুঝল। 'জলদস্যু!' চেঁচাল বিশপ। 'জলদস্যু!'

তার কণ্ঠে একই সঙ্গে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তবে দু'চোখ জ্বলছে ধকধক করে। নিগ্রো গার্ডরা মনিবের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে, দাঁত বার করে নির্বোধের মত হাসছে।

ছয়

স্পেনগামী দুটো জাহাজে ইংরেজ বোম্বেটেরা আক্রমণ করে সমস্ত ধনরত্ন লুটে নিয়ে গেছে। ঘটনাটি সাম্প্রতিক। এ অঞ্চলে সোনা আর গুপ্তধনের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। ফলে প্রতিটি জাহাজই বিপুল সম্পত্তিতে ঠাসা থাকে। জলদস্যুদের উৎপাতও তাই স্বাভাবিক। স্পেন আর ইংল্যান্ডের মধ্যে স্প্যানিশ মেইন-এ ভয়াবহ যুদ্ধ হয়ে গেছে। শুধু যে বোম্বেটে আর অপরাধীরা তাতে অংশ নিয়েছে তা নয়।

স্পেনের দুটি জাহাজের একটির নেতৃত্বে ছিল অ্যাডমিরাল ডন ডিয়েগো ডি এসপিনোসা। বদরাগী মানুষটি হেরে গিয়ে শপথ নিল ইংরেজদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবে। স্প্যানিশ মেইনের একটি ইংরেজ উপনিবেশে হামলা করবে ঠিক করল। বার্বাডোজ দ্বীপটি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু স্থির হলো। এমন সময় আগ্রাসন চালানো হবে যখন ব্রিজটাউন উপকূলে কোন যুদ্ধ জাহাজ থাকবে না।

চমৎকারভাবে পরিকল্পনায় সফল হয়েছে সে। বিশটি কামান থেকে দুর্গে অবিরাম গোলাবর্ষণের আগ পর্যন্ত কাক পক্ষীটিও কিছু আঁচ করতে পারেনি। ব্লাডরা দেখতে পাচ্ছে বিশাল জাহাজটি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। কামানগুলো থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছে।

দ্বিতীয় দফা গোলাগুলির পর চেতনা ফিরল বিশপের, কর্তব্যের কথা মনে পড়ে গেছে। বার্বাডোজ মিলিশিয়ার কমান্ডার হিসেবে তার জায়গা হচ্ছে ছোট্ট সেনাবাহিনীটির সঙ্গে, দুর্গের ভেতরে। ছুট লাগাল ও, নিগ্রোরাও।

ব্লাড ওদিকে ফিরে এসেছে পিটের কাছে। 'কি কপাল তোমার!' বলল ও। কামানগুলো তৃতীয়বারের মত গর্জে উঠেছে। ব্লাড তার রোগীকে স্টকমুক্ত করে পিঠে আবার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

এসময় ওভারসিয়ার দৌড়ে এল ক্রীতদাস কোয়ার্টারে। তার পেছনে জনা বিশ ত্রিশ মজুর, সবাই সন্ত্রস্ত।

'জঙ্গলে গিয়ে লুকাও!' চেঁচাল ওভারসিয়ার। 'গা ঢাকা দিয়ে থাকো। আমরা স্প্যানিশ বদমাশগুলোকে মজা দেখাচ্ছি!'

ক্রীতদাসরা ওর কথা অবশ্যই মানত যদি না ব্লাড বাধা দিত।

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। জঙ্গলে পালানোর কোন কারণ দেখছি না। আর স্প্যানিশরা আগে শহরটা তো কব্জা করুক, তারপর না হয় পালানোর কথা ভাবা যাবে।'

ওরা কথানুযায়ী সকলে রয়ে গেল, নিচের ভয়াবহ যুদ্ধ দেখছে।

দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করছে মিলিশিয়া এবং বন্দুক চালাতে সক্ষম প্রতিটি দ্বীপবাসী। ওরা জানে পরাজিত হলে রক্ষা নেই। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। গুলির শব্দ শহরের বুকের ভেতর ঢুকে আসছে। এর অর্থ দুর্গ রক্ষাকারীরা ক্রমশ পিছু হটছে। গোধূলি লগ্ন নাগাদ আড়াইশো স্প্যানিশ ব্রিজটাউনের সর্বেসর্বা হয়ে গেল। দ্বীপবাসী আত্মসমর্পণ করেছে। গভর্নমেন্ট হাউজে গভর্নর স্টীড গেঁটে বাতের ব্যথা ভুলে কর্নেল বিশপ এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে জরুরী বৈঠক করছে। ডন ডিয়েগো বলে পাঠিয়েছে শহরের মুক্তিপণ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। তারা যখন এসব নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত তখন স্প্যানিশরা শহরে তাণ্ডব চালাচ্ছে। লুটতরাজ, মদ্যপান, খুনোখুনি– কিছুই বাদ রাখছে না।

ব্লাড সাহসে ভর করে সন্ধ্যার পর শহরে নেমে এল। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। সব দেখেশুনে আত্মা শুকিয়ে গেছে ওর। ফলে কোয়ার্টারের দিকে ফিরে চলল। সরু একটা গলি ধরেছে ও। হঠাৎ এক তরুণীর সঙ্গে ধাক্কা খেল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে মেয়েটি, বাতাসে উড়ছে অগোছাল চুল। ওকে ধাওয়া করছে এক ভারী বুট পরা স্প্যানিশ, হাসছে– গালি দিচ্ছে। প্রায় ধরেই ফেলেছিল মেয়েটিকে, বাধা দিল ব্লাড। এক মৃত দ্বীপবাসীর কোমরের খাপ থেকে আগেই একটি তরোয়াল জোগাড় করেছে ও। স্প্যানিশ লোকটির পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ও। এবার মেয়েটির কব্জি চেপে ধরল ব্লাড।

'এসো,' বলল ও। অলিগলি পেরিয়ে মেয়েটিকে প্রায় উড়িয়ে কর্নেল বিশপের বাড়িতে নিয়ে এল। অন্ধকার বাড়ি। জোরে নক করল

ও। ওপরতলার জানালা থেকে সাড়া এল।

'কে ওখানে?' অ্যারাবেলার কণ্ঠ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ব্লাড। যাক, মেয়েটি তবে রক্ষা পেল!

'আমি– পিটার ব্লাড,' কোনমতে জানাল।

'এখানে কি চান?'

অ্যারাবেলার গলা চিনতে পেরে এবার চিৎকার করে উঠল মেয়েটি।

'অ্যারাবেলা, আমি মেরি ট্রেইল।

'মেরি!' সামান্য পরেই দরজা খুলে গেল। মোমবাতি হাতে নিয়ে হলরুমে দাঁড়িয়ে অ্যারাবেলা।

ব্লাড ঢুকে পড়ল, মেয়েটিও; কাঁদছে। ব্লাড অযথা সময় নষ্ট করল না।

'কাজের লোকজন কেউ আছে?' জিজ্ঞেস করল ব্লাড।

নিগ্রো সহিস জেমস ছাড়া কেউ নেই।

'ওকেই দরকার,' বলল ব্লাড। 'ওকে ঘোড়া তৈরি করতে বলুন। তারপর যত জলদি সম্ভব স্পেইটসটাউন বা তারও উত্তরে চলে যান। এখানে আপনাদের মহাবিপদ!'

'কিন্তু যুদ্ধ তো শেষ...' বলতে চাইল অ্যারাবেলা।

'তা শেষ। কিন্তু বদমাশি সবে শুরু। মিস ট্রেইলের মুখে সব শুনে নেবেন। এখন ঈশ্বরের দোহাই, যা বলছি করুন।'

'উনি...উনি আমাকে বাঁচিয়েছেন,' ফুঁপিয়ে চলেছে মেরি।

'বাঁচিয়েছে মানে?' মিস বিশপ বিস্মিত। 'কি হয়েছিল?'

'পরে শুনলেও চলবে,' অসহিষ্ণু ব্লাড বলে উঠল। 'জেমসকে দয়া করে ডাকুন, যা বলছি করুন– এক্ষুণি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল মেরি। 'ওঁর কথা মত কাজ করো, প্লীজ।'

মিস বিশপ এক্ষুণি জেমসের সঙ্গে কথা বলতে চলে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘোড়া জুড়ে ফেলল অভিজ্ঞ সহিস। মেয়ে দুটি তারা জ্বলা রাতে বেরিয়ে পড়ল। ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্লাড ও বাড়ির দরজার কাছে। মেরি ট্রেইলের শিশুসুলভ কণ্ঠটি শেষবারের মত কানে এল ওর: 'আপনি আমার জন্যে যা করলেন, মিস্টার ব্লাড, আমি কোনদিন ভুলব না– কোনদিন না।'

কিন্তু ব্লাড তো ওর গলা শুনতে চায়নি। যারটা শুনতে চেয়েছিল সে নিশ্চুপ।

ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্ধকারে মিশে রইল ও। এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজের চরকায় তেল দিতে চেষ্টা করল। অনেক কাজ বাকি। শহরে নিছক কৌতূহলের বশে যায়নি ও। অন্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রয়োজনীয় খবরাখবর পাওয়া হয়ে গেছে। আজ রাতটা অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে যাচ্ছে ও। কাজেই সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

কোয়ার্টারের উদ্দেশে পা বাড়াল ব্লাড। সহক্রীতদাসরা গভীর উদ্বেগ আর এক বুক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

সাত

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। স্প্যানিশ যুদ্ধজাহাজটির পাহারায় এখন বড়জোর জনা দশেক লোক। আবার এদের বেশিরভাগই নিচের ডেকে বসে বিজয়ের অজুহাতে আমোদ ফুর্তি করছে। ওপরের ডেকে পাহারা দিচ্ছে যে দুজন নাবিক তারাও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করছে না। ফলে দুটো দাঁড়টানা নৌকা কখন যেন ওদের নজর এড়িয়ে, নিঃশব্দে জাহাজের এক পাশে চলে এল।

একজন পাহারাদার ডেকের কোণের দিকে এগোতেই এক ছায়ামূর্তির মুখোমুখি পড়ে গেল। জাহাজের পার্শ্ববর্তী মই বেয়ে উঠে এসেছে লোকটি।

'কে তুমি?' জানতে চাইলেও সতর্কতার ধার ধারল না পাহারাদার। তার ধারণা, জাহাজের কোন নাবিক হবে হয়তো।

'আমি,' স্প্যানিশ ভাষায় মৃদু স্বরে জানাল ব্লাড।

'পেড্রো?' এক পা আগে বেড়েছে নাবিক।

'আমার নাম পিটার,' বলল ব্লাড। তারপর নাবিকটিকে জোরে ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দিল।

স্প্যানিশ লোকটি হতভম্ব, ছলাৎ করে একবার শব্দ উঠল কেবল। ভারী বর্ম সজ্জিত মানুষটি তখুনি ডুবে গেল।

'এবার এসো,' অপেক্ষমাণ সহযোগীদের উদ্দেশে বলল ব্লাড।

'কোন শব্দ করবে না।'

মিনিট পাঁচেকের ভেতর জাহাজের ডেকে উঠে এল বিশজনের গোটা দলটি। নিচের ডেকে উৎসব চলছে, স্পষ্ট শোনা যায়। ভরাট গলায় একজন স্প্যানিশ গান গাইছে, অন্যরা কোরাসে তাল মেলাচ্ছে।

'আমার সঙ্গে এসো,' ফিসফিসিয়ে বলল ব্লাড।

ঝুঁকে ছায়ার মত নিঃশব্দে নিচের ডেকে নেমে এল। ওদের চোদ্দজনের হাতে হ্যান্ডগান। ওভারসিয়ারের বাড়ি তল্লাশি করে পেয়েছে। বাকিদের হাতে ধারাল ছোরা আর তরোয়াল।

স্প্যানিশ নাবিকরা ওদিকে পরম নিশ্চিন্তে হৈ হল্লায় মগ্ন। বার্বাডোজের গ্যারিসনকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। তাদের সঙ্গীরা এখন এ শহরের সর্বময় কর্তা। তবে আর ভয়ের কি আছে? নিজেদেরকে ওরা বুনো চেহারার, অর্ধনগ্ন একদল লোকের দ্বারা ঘেরাও হতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারল না।

কে ভেবেছিল একদল অপদার্থ ক্রীতদাস তাদের যুদ্ধজাহাজটি দখল করে নেবে?

মাতাল নাবিকদের হাসি তামাশা বন্ধ হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে লম্বা-পাতলা এক লোকের দিকে দৃষ্টি তাদের। এগিয়ে এসে সাবলীল স্প্যানিশে কথা বলল সে।

'ঝুটঝামেলা এড়াতে চাইলে ধরা দাও।'

টুঁ শব্দটি করতে পারল না মাতাল লোকগুলো। ওদেরকে জাহাজের খোলে পুরে দেয়া হলো।

স্প্যানিশদের খাদ্য-পানীয় দিয়ে উদরপূর্তি করল ক্রীতদাসরা। বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে।

সূর্যোদয়ের অল্প পরে একটি নৌকাকে দেখা গেল তীর ছেড়ে জাহাজের দিকে আসতে। ডন ডিয়েগো চারটি পেল্লায় সিন্দুকভর্তি ধনরত্ন আদায় করেছে গভর্নর স্টীডের কাছ থেকে– মুক্তিপণ বাবদ। সে তার ছেলে ডন এস্তেবান আর ছজন নাবিকসহ জাহাজে ফিরছে।

স্প্যানিশ জাহাজটি গতকালকের মতই ঠায় দাঁড়ানো। কোথাও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তীরে দাঁড়ালে অবশ্য একপাশ থেকে ঝুলন্ত মইটি দেখা যায় না। মইয়ের নিচে ক্রীতদাস ওগলের নেতৃত্বে একদল বন্দুকধারী সৈন্য অপেক্ষারত। ওগল আগে রয়্যাল নেভিতে ছিল।

ডন ডিয়েগো মই বেয়ে উঠে ডেকে পা রাখল। একা। নিঃসন্দেহ। হঠাৎ মাথায় লোহার ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল। ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওরই কেবিনে। ইতোমধ্যে সিন্দুকগুলো ডেকে তোলা হয়েছে। ডন এস্তেবান আর নাবিক ছজন একে একে মই বেয়ে উঠল এবং ডন ডিয়েগোর মতই কাটা কলাগাছ হলো। কেউ ট্যাঁ ফোঁ করতে পারেনি।

তীরে দাঁড়িয়ে কর্নেল বিশপ আর গভর্নর স্টীড দেখতে পেল আটটি নৌকায় চেপে স্প্যানিশরা তাদের জাহাজের উদ্দেশে যাচ্ছে। দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে দু'জনের। কি অপমান! কূল ও জাহাজের মাঝপথে যখন নৌকাগুলো তখন আচমকা গুলির শব্দে বাতাস কেঁপে উঠল।

প্রথম নৌকাটার ছ'ফুটের মধ্যে গুলি পড়াতে পানির ফোয়ারা যাত্রীদের গা ভিজিয়ে দিল। সবাই হতবাক। হুঁশ ফিরে পেয়ে যাত্রীরা স্প্যানিশ বন্দুকধারীদের নির্বুদ্ধিতা ও অসতর্কতার জন্যে গালমন্দ শুরু করল। কামান থেকে কিভাবে গুলি ছুঁড়ে স্যালুট জানাতে হয় বোকাগুলো এখনও শিখল না। ওদের বকাবাজি ফুরানোর আগেই দ্বিতীয় গোলাটি আঘাত হানল। এবার নির্ভুল নিশানায়। একটি নৌকার আরোহীরা গুলির আঘাতে পানিতে ছিটকে পড়ল। বেশ কয়েকজন মারা পড়েছে, অন্যরা আহত।

বাকি সাতটি নৌকার যাত্রীরা লাফিয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ। ভীত। কোন্ পাগলের হাতে কামানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে? এরই মধ্যে তৃতীয় গোলাটি চুরমার করে দিয়েছে আরেকটি নৌকা। আর্তচিৎকার করে স্প্যানিশরা এবার যে যেদিকে পারে নৌকা বাইতে লাগল। কেউ কেউ তীরের দিকে ফিরতে চায়, আবার কেউ বা জাহাজে পৌঁছে আসল ঘটনা বুঝতে চায়। এরকম গোলমালের মধ্যে পর পর দুটো গোলা এসে তিন নম্বর নৌকাটিকে কাত করে দিল।

গোলন্দাজ হিসেবে ওগল তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। চতুর্থ গোলাটি দাগা হলে আর মতান্তর লক্ষ করা গেল না স্প্যানিশদের মধ্যে। প্রাণপণে পারের উদ্দেশে নৌকা বাইছে। দুটো নৌকা ইতোমধ্যে ডুবেছে। বাকি রয়েছে তিনটি। ওগলের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে শেষ নৌকাটি তীর ছুঁই ছুঁই অবস্থায় টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল।

স্প্যানিশ বোম্বেটেদের পুরো বাহিনী খতম হয়ে গেছে। মাত্র দশ মিনিট আগেও এরা মহা আনন্দে সিন্দুক ভর্তি ধনদৌলত নিয়ে জাহাজে ফেরার পথে নানারকম রঙীন স্বপ্ন দেখছিল।

আট

কূলে দাঁড়ানো দ্বীপবাসী এসব অদ্ভুত কাণ্ড দেখে স্প্যানিশদের চেয়ে কম অবাক হয়নি। স্পেনের পতাকা নামিয়ে মূল মাস্তুলে ইংল্যান্ডের পতাকা তোলা হয়েছে। তারমানে স্প্যানিশ জাহাজটি এখন মিত্রদের হাতে। এ ব্যাপারে ব্রিজটাউনবাসী নিশ্চিত। কিন্তু কারা দখল করেছে ওই জাহাজ? কিভাবেই বা? একমাত্র সম্ভাব্য জবাব হচ্ছে রাতের আঁধারে দ্বীপবাসীদের একটি দুঃসাহসী দল হয়তো কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। কারা এই ত্রাণকর্তা জানা দরকার।

গভর্নর স্টীড কর্নেল বিশপকে দুজন অফিসার সহ নৌকায় তুলে দিল, খোঁজখবর জেনে আসতে।

মই বেয়ে ডেকে পা রাখতেই সিন্দুক চারটে দেখতে পেল বিশপ। চোখ চকচক করে উঠল ওর, অন্তরে প্রশান্তি। দু'সারিতে স্প্যানিশ বর্ম পরিহিত বিশজন লোক দাঁড়িয়ে। কর্নেল বিশপ চিনতে পারল না এই সৈনিকের পোশাক পরা লোকগুলোর আড়ালে রয়েছে তারই অত্যাচারিত ক্রীতদাসের দল। পাতলা-সাতলা, লম্বা, সুদর্শন ভদ্রলোকটিকেও চেনেনি ও। স্বাগতম জানাল লোকটি, পরনে স্প্যানিশ বেশ; কোমরে গোঁজা সোনার হাতলওয়ালা তরবারি।

'ওয়েলকাম, কর্নেল,' একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর বলল। 'আপনার সম্মানে স্প্যানিশ কাপড়-চোপড় পরেছি আমরা। আমাদের চিনতে পারছেন না? আপনার পুরানো বন্ধু!'

কর্নেলের চোখ বিস্ফারিত। এ কি সেই পিটার ব্লাড? শেভ করা চেহারা আর পরিপাটি চুলের কারণে এর বয়স এখন তেত্রিশের চেয়ে একমাসও বেশি মনে করার উপায় নেই।

'পিটার ব্লাড!' বিশপের কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। 'তাহলে তুমিই...?'

'হ্যাঁ! সঙ্গে এরাও ছিল।' পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সহযোগীদের উদ্দেশে হাত নাড়ল ব্লাড।

কর্নেল চোখ সরু করে চাইল।

'হায় ঈশ্বর! এই কজন মাত্র লোক নিয়ে জাহাজ দখল করে নিলে? দারুণ ব্যাপার!' চওড়া হ্যাটটি খুলে নিয়ে ভ্রূ মুছল। 'তোমাদের তো বকশিশ দিতেই হচ্ছে হে! আমাকে তোমরা কৃতজ্ঞ করে ছাড়লে!'

'তাই হওয়াই তো উচিত,' বলল ব্লাড। 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি ঠিক কতখানি কৃতজ্ঞ?'

বিস্মিত বিশপ ব্লাডের দিকে চাইল। চেহারায় সন্দেহের ছায়া। এই প্রথমবারের মত মনে হচ্ছে, এদের কাছ থেকে যতখানি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আশা করেছিল তা পাওয়া যাবে না।

'আমার জন্যে তো চাবুকের বাড়ি অপেক্ষা করছে,' বলছে ব্লাড। 'পিঠের চামড়া তুলে নেবেন বলেছিলেন না?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বিশপ। 'বোকার মত কথা! তোমার এই বীরত্বের পর তেমন কথা ভাবা যায়?'

'বাঁচালেন। তবে আমার ভাগ্য ভাল যে স্প্যানিশরা কাল এসেছিল। আজ এলে আমার দশাও হত বেচারা জেরেমি পিটের মত।'

'ওসব কথা ভুলে যাও না।'

'কিভাবে ভুলি, কর্নেল ডার্লিং? আপনি ক্রীতদাসদের ওপর কম অত্যাচার তো করেননি। তাই আমি ঠিক করেছি আপনাকে ছোট্ট একটা শাস্তি দেব। এমন শাস্তি যা বাপের জন্মে ভুলতে পারবেন না। পিট বেচারা এ জাহাজেই আছে, কেবিনে শুয়ে ব্যথায় ককাচ্ছে। ওর পিঠে রঙধনুর সাতটা রঙই ফুটিয়েছেন আপনি। একমাস লাগবে বেচারার সেরে উঠতে।'

হ্যাগথর্প নামের ক্রীতদাসটি এবার আগে বাড়ল। লম্বা দশাসই চেহারার লোকটির মুখটি হাসি হাসি।

'শুয়োরটার সঙ্গে অযথা সময় নষ্ট করছেন কেন?' প্রশ্ন করল সে। 'পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

রাগে লাল হয়ে গেল বিশপের মুখ। 'কি-কি বলতে চাও তুমি?' তোতলাচ্ছে।

এবার এক চোখা দৈত্য উলভারস্টোন নাক গলাল।

'এটাকে মাস্তুলের সঙ্গে লটকে দিন না,' কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ও। ক্রীতদাসরা সমস্বরে সম্মতি জানাল।

কর্নেল বিশপের কাঁপাকাঁপি অবস্থা। ঘুরল ব্লাড। শান্ত, স্বাভাবিক।

উত্তেজনার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। 'উলভারস্টোন, যা করার আমিই করব। আমি এখন এ জাহাজের ক্যাপ্টেন। কর্নেল বিশপকে আমার জিম্মি হিসেবে দরকার।' কর্নেলের দিকে আবার ফিরল ও।

'আপনি জানে বাঁচবেন কথা দিচ্ছি। কিন্তু আমরা জাহাজ ছাড়ার আগ পর্যন্ত আপনাকে জিম্মি রাখব।'

'জাহাজ ছাড়ার আগ পর্যন্ত...' ভীত বিশপ বাক্যটি শেষ করতে পারল না।

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন,' বলল ব্লাড। কর্নেলের সঙ্গী অফিসার দু'জনের দিকে চাইল। 'নৌকা অপেক্ষা করছে। আমার কথা তো শুনলেন। গভর্নরকে দয়া করে জানিয়ে দেবেন।'

'কিন্তু, স্যার...' বলতে চাইল একজন।

'যা বলার বলে দিয়েছি,' বাধা দিয়ে বলল ব্লাড। 'আমার নাম ব্লাড—ক্যাপ্টেন ব্লাড। গভর্নর স্টীডকে বলুনগে আমরা এখন রওনা হচ্ছি। দুর্গ থেকে একটা গুলিও যদি ছোঁড়া হয় তো কর্নেল বিশপ মরবে। মই বেয়ে সোজা নেমে যান। নইলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

সুড়সুড় করে পালাল লোক দুটো। কর্নেলের হম্বিতম্বি গায়ে মাখল না।

ক্রীতদাসদের জনা ছয়েকের জাহাজ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে। হ্যাগথর্পের নির্দেশে পাল তুলে ধীরে ধীরে বন্দর ত্যাগ করল ওরা। দুর্গের দিক থেকে কোন ঝামেলা করা হয়নি।

জাহাজ বন্দর থেকে বেরিয়ে এলে ব্লাড আবার বিশপের সঙ্গে কথা বলতে গেল।

'সাঁতার জানেন, কর্নেল?' আমুদে গলায় জিজ্ঞেস করল।

ঝট করে চাইল কর্নেল। হলদেটে দেখাচ্ছে মস্ত চেহারাটা, চোখে আতঙ্ক। সে কিছু বলার আগে ব্লাড বলে চলল, 'আপনার কপাল ভাল আমি আমার বন্ধুদের মত রক্তলোভী নই। ওদেরকে বহু কষ্টে ঠেকাতে হয়েছে, নইলে আপনার এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকার কথা নয়। অবশ্য আপনার জন্যে অত ঝামেলা না করলেও চলত।'

আসলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করছে ব্লাড। তার খুবই আনন্দ লাগত বিশপকে মাস্তুলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিতে পারলে। কিন্তু একজনের কথা ভেবে ইচ্ছেটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল। হাজার হলেও কর্নেল বিশপ মিস অ্যারাবেলার চাচা।

'সাঁতরে চলে যেতে পারবেন,' বলল ব্লাড। 'মাত্র তো সিকি মাইল। আর তাছাড়া মোটা মানুষদের সাঁতরানোর সুবিধা অনেক, ভেসে থাকতে পারে।'

কর্নেল বিশপ রাগ চেপে উঠে দাঁড়াল। ব্লাডের নির্দেশ মত জাহাজের রেলের সঙ্গে কাঠের তক্তা লাগানো হয়েছে।

'নামতে হচ্ছে যে, কর্নেল,' বলল ব্লাড।

তীব্র ঘৃণায় ব্লাডের দিকে চাইল কর্নেল। তারপর জুতো ছুঁড়ে ফেলে, কোট খুলে তক্তায় উঠে পড়ল। বিশ ফুট নিচের সবুজ পানির স্রোতের দিকে চেয়ে আত্মা শুকিয়ে এল ওর।

'একটু হাঁটলেই চলবে,' পেছন থেকে মৃদু হেসে বলল ব্লাড।

জাহাজের রেলের সঙ্গে ঝুলে চারদিকে এক ঝলক নজর বুলাল বিশপ। ডেকের সারিবদ্ধ লোকগুলো গতকালও ওর ভয়ে থরহরিকম্প ছিল। আর আজ দাঁত কেলিয়ে হাসছে, তামাশা দেখছে। হঠাৎ ভয়ের বদলে মেজাজ বিগড়ে গেল ওর। চিৎকার করে গালি দিল। তারপর তিন পা এগোতেই টাল হারিয়ে ঝপাত করে পানিতে গিয়ে পড়ল।

ভেসে উঠে বাতাস নেয়ার জন্যে আঁকুপাঁকু করতে লাগল। যুদ্ধজাহাজটি ততক্ষণে বেশ খানিকদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সম্মিলিত কণ্ঠের গর্জন কানে এল স্পষ্ট; শেলের মত বিঁধছে ওর বুকে।

নয়

ডন ডিয়েগো ডি এসপিনোসার ঘুম ভেঙেছে, কেবিনের চারপাশে ক্লান্ত চোখ দুটো ঘুরাল। মাথায় ব্যথা। গুঙিয়ে উঠে আবার চোখ মুদল। ভাবতে চেষ্টা করছে। কাজটা সহজ হলো না, তবে এটুকু বুঝছে কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে। গতকালকের অ্যাডভেঞ্চারের কথা মনে পড়ল। বার্বাডোজ দ্বীপ দখল করা থেকে শুরু করে জাহাজে পা রাখা পর্যন্ত সবই তো ঠিক ছিল। তারপর থেকে স্মৃতি আর ভাল কাজ করছে না।

এসময় দরজা খুলে গেল। ডন ডিয়েগো দেখতে পেল তার পোশাক পরা এক লোক কেবিনে ঢুকেছে। তাজ্জব বনল ডিয়েগো। লোকটি দরজা বন্ধ করে ডন ডিয়েগোর কাউচের কাছে এগিয়ে এল।

লম্বায় ডনের চেয়ে কম হবে না সে।

'ঘুম ভাঙল?' স্প্যানিশে জিজ্ঞেস করল লোকটি। ডনের মাথায় হাত রেখেছে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল ও।

'ব্যথা?' জিজ্ঞেস করল আগন্তুক। ডনের কব্জিতে দু'আঙুল রেখেছে।

'আপনি ডাক্তার?'

'বলতে পারেন,' রোগীর পালস দেখে বলল লোকটি। কব্জি ছেড়ে দিয়ে জানাল, 'ভয়ের কিছু নেই।'

অতিকষ্টে উঠে বসল ডন ডিয়েগো।

'আপনি কে?' খেঁকিয়ে উঠল ও। 'আমার কাপড় পরে আমার জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?'

কালো ভ্রূ জোড়া সামান্য উঠে গেল, লোকটি ঠোঁটের কোণে হাসছে।

'ভুল বললেন। এটা আপনার নয়, আমার জাহাজ। আর এ কাপড়ও আমার।'

'তোমার জাহাজ!' চেঁচাল ডন। 'তোমার কাপড়! কিন্তু তাহলে...' পরিচিত কেবিনটি আরেকবার জরিপ করল। 'আমি কি পাগল হয়ে গেছি?' শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল। 'এটা আমাদের জাহাজটা নয়?'

'হ্যাঁ, আপনাদেরই।'

'তবে...' স্প্যানিশ লোকটি ঘোর বিপাকে পড়েছে। 'তুমি আবার বলবে না তো তুমিই ডন ডিয়েগো?'

'না, না, আমার নাম ব্লাড– ক্যাপ্টেন পিটার ব্লাড। আর এই জাহাজ– কাপড় সবই জিতে নিয়েছি আমি। আপনি এখন আমার বন্দী!'

ক্যাপ্টেন ব্লাড সব ব্যাখ্যা করল। স্প্যানিশ অ্যাডমিরাল মাথার পেছনে হাত রাখল। কবুতরের ডিমের মত ফুলে রয়েছে জায়গাটা। এতে ব্লাডের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ব্লাডের হাসিমাখা মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল ও।

'আমার ছেলে? ও কোথায়? ও-ও তো আমার সঙ্গে জাহাজে উঠেছে।'

'ও নিরাপদেই আছে। নৌকার ক্রু, গোলন্দাজ আর তার দলবলের মত সে-ও আমার বন্দী।'

ডন ডিয়েগো গদিতে গা এলিয়ে দিল। দৃষ্টি তার ব্লাডের চেহারায়।

ভাগ্য প্রবঞ্চনা করেছে, ফলে এবারের অ্যাডভেঞ্চার ব্যর্থ হয়ে গেল। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া ছাড়া এখন উপায় নেই।

'তো এখন কি হবে, সিনর ক্যাপ্টেন?' শান্তস্বরে জানতে চাইল।

'ডাণ্ডার বাড়িতে মারা পড়লেই বেঁচে যেতেন,' বলল ব্লাড। 'এখন আপনাকে একরকম ধুঁকে ধুঁকেই মরতে হবে।'

'তাই?' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রশ্ন করল ডন ডিয়েগো। ক্যাপ্টেন ব্লাড লম্বা টেবিলটির কোণের দিকে বসল।

'আমি গাধা নই,' বলল ও, 'আপনি এবং আপনার দশ জন জ্যান্ত নাবিক আমাদের জন্যে একটা হুমকি। আমি অবশ্য অযথা রক্তপাত চাই না। হাজার হলেও আপনারা বার্বাডোজ আক্রমণ না করলে আমাদের ভাগ্যে এমন সুযোগ জুটত না। সেজন্যে খানিকটা কৃতজ্ঞতাবোধ তো আছেই। কিন্তু আমাদের হাতপা বাঁধা, বুঝতেই পারছেন।'

'কথাটা মানতে পারলাম না,' বলল স্প্যানিশ।

'আপনি কোন উপায় বাতলে দিতে পারলে আমি অবশ্যই ভেবে দেখব।'

ডন ডিয়েগো তার চোখা গোঁফজোড়া একবার মুচড়ে নিল।

ক'টা ঘণ্টা সময় দিন। এ মুহূর্তে মাথায় অসম্ভব ব্যথা– সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

উঠে পড়ল ব্লাড। 'আধ ঘণ্টা সময় পাবেন,' বলল সে। 'এর মধ্যে কিছু যদি ভেবে বার করতে না পারেন; তো জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।' বাউ করে বেরিয়ে গেল ও। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবতে বসল ডন। প্রতিমুহূর্তে চেহারায় চিন্তার ছাপ গভীর হচ্ছে। ঠিক আধ ঘণ্টা পরে দরজা আবার খুলে গেল। লম্বা শ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসল ডন।

'একটা বিকল্প মাথায় এসেছে,' বলল ও। 'তবে সেটা আপনার দয়ার ওপর নির্ভর করছে। আপনি আমাদেরকে কোন একটা দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে যান।'

মাথা নাড়ল ব্লাড। 'সেটা সম্ভব নয়,' ধীরে বলল ও।

'তেমন ভয়ই করছিলাম,' আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডন। 'আমার আর কিছু বলার নেই।'

ব্লাডের দৃষ্টিতে বন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে।

'মরার ভয় নেই আপনার?' জানতে চাইল।

'অবান্তর প্রশ্ন– অপমানজনক,' মাথা উঁচু করে বলল ডিয়েগো।

'তবে প্রশ্নটা অন্যভাবে করি: বাঁচতে চান না?'

'চাই। আরও বেশি চাই আমার ছেলে বেঁচে থাকুক। কিন্তু সেজন্যে কারও হাতে পায়ে ধরব না।'

টেবিলের কোণে আবার বসেছে ব্লাড। 'চাইলে সবার জীবন ভিক্ষে পেতে পারেন।'

'কি রকম?'

'জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুন, দিগন্তে মেঘের মত একটা জিনিস দেখবেন। ওটাই বার্বাডোজ, বহু পেছনে ফেলে এসেছি। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ওই দ্বীপের সঙ্গে দূরত্ব যদ্দূর সম্ভব বাড়ানো। এখন মুশকিল হচ্ছে নেভিগেশন সম্বন্ধে আমার দলে সবচেয়ে যে অভিজ্ঞ সে অসুস্থ। আমি জাহাজ চালাতে পারি, দলের আরও দু'একজনও পারে। কিন্তু সমুদ্রে পথ খুঁজতে হয় কিভাবে জানি না। ওলন্দাজ বসতি কুরাকাওতে সেজন্যেই যত জলদি সম্ভব পৌঁছতে চাই। আপনাদের গাইডেন্স দরকার। আমাদের ওখানে পৌঁছে দিলে আপনাদের সবাইকে ছেড়ে দেব। কথা দিচ্ছি।'

ডন ডিয়েগো মাথা নিচু করে জানালার কাছে হেঁটে গেল। পানিতে রোদ খেলা করছে। এটা তার জাহাজ। ইংরেজ কুকুরগুলো কৌশলে তার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছে। এতেই তো শেষ হচ্ছে না। ওলন্দাজ বসতিতে এদের পৌঁছে দেয়ার পর চিরতরে প্রিয় জাহাজটিকে হারাতে হবে। এ তো গেল এক দিক। অন্যদিকে নির্ভর করছে ষোলোজনের জীবন। চোদ্দজনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না ও। কিন্তু বাকি দুজন তো সে নিজে আর তার প্রাণপ্রিয় সন্তান।

'আমি রাজি,' শেষ পর্যন্ত বলতে হলো ওকে।

দশ

ওলন্দাজ বসতিতে পৌঁছার পর একটি দাঁড়টানা নৌকায় তুলে দেয়া হলো স্প্যানিশদেরকে। যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে।

ইংরেজদেরকে ইচ্ছেমত গাল-মন্দ আর অভিশাপ দিয়ে বিদায় নিল ওরা। বলে গেল প্রতিশোধ নেবে।

জেরেমি পিট এখন জাহাজের হাল ধরেছে। ক্যাপ্টেন ব্লাড সিদ্ধান্ত নিল বোম্বেটেদের স্বর্গরাজ্য টরটুগাতে আশ্রয় নেবে। ওখানে ফরাসি সরকারের ছত্রছায়ায় জলদস্যুরা নির্বিঘ্নে তাদের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে, বছরের পর বছর ধরে।

ব্লাড প্রথমে চেয়েছিল ফ্রান্স বা হল্যান্ডে চলে যাবে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়তেও মন পুরোপুরি সায় দেয় না। অ্যারাবেলা বিশপের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। মেয়েটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ও। কিন্তু এ-ও জানে, ওকে পাওয়া কপালে নেই। তাই বলে ওকে আর দেখতে পাবে না এ কথা ভাবতেও খারাপ লাগে। ইউরোপে পৌঁছেই বা করবে কি ও? ও একজন ক্রীতদাস, পলাতক আসামী বই তো নয়। তারচেয়ে বরং সমুদ্রেই জীবন কাটিয়ে দেয়া ভাল। যাদের কেউ নেই, কিছু নেই, তাদের সমুদ্রই আপন।

যাহোক, টরটুগার জলদস্যুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগ দিল ব্লাড।

টরটুগার ফরাসি গভর্নর মঁসিয়ে ডি ওগেরন স্প্যানিশ যুদ্ধজাহাজটির জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে ব্লাডকে টাকা ধার দিলেন। ব্লাড জাহাজটির নাম পাল্টে রাখল 'অ্যারাবেলা'। বিশজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সঙ্গে আরও পছন্দসই ষাটজনকে বাছাই করে দলভুক্ত করল। কঠোর আইন তার। দলভুক্ত সকলকে নেতার নির্দেশ একবাক্যে পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে যার আপত্তি আছে তার দলে যোগ দেয়ার কোন অধিকার নেই।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত জাহাজ নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল ব্লাড। ফিরল মে মাসে। ততদিনে ক্যাপ্টেন পিটার ব্লাডের নাম ছড়িয়ে পড়েছে ক্যারিবিয়ান সাগরে। এ কয়মাসে একটি স্প্যানিশ যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছে ওরা। আরেকটি স্প্যানিশ জাহাজে হামলা চালিয়ে জাহাজের সব মুক্তা লুটে নিয়েছে।

বর্তমান স্প্যানিশ অ্যাডমিরাল ডন মিগুয়েল ও তার ভাতিজা ডন এস্তেবান ব্লাডকে পাকড়াও করতে বদ্ধপরিকর। ওদের জন্যে ব্যাপারটি পারিবারিক বিদ্বেষ। কারণ ডন ডিয়েগো কুরাকাও পৌঁছানোর আগেই মারা গেছে। তার ভাই আর ছেলে এজন্যে ব্লাডের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। প্রতিশোধ নেবে।

একদিন ব্লাড় সমুদ্রতীরবর্তী একটি সরাইখানায় বসে রাম গিলছে, সঙ্গে হ্যাগথর্প আর উলভারস্টোন, এক লোক ওর দিকে এগিয়ে এল।

'আপনি কি ক্যাপ্টেন ব্লাড?'

জবাব দেয়ার আগে একবার চাইল ব্লাড। বোঝা যায় লম্বা লোকটি গায়ে শক্তি ধরে, নিষ্ঠুর মুখটা রোদে পোড়া। নোংরা আঙুলে বড়সড় একটা হিরের আঙটি, কানে সোনার দুল।

'হ্যাঁ, আমিই ক্যাপ্টেন ব্লাড।'

'গুড,' ইংরেজিতে বলল লোকটি। কারও তোয়াক্কা না করে টেবিলে বসে পড়ল। 'আমি লিভাসে,' জানাল ও, 'আমার নাম শুনেছেন বোধহয়।'

এ লোকের নাম তিনজনই শুনেছে। বিশটি কামানওয়ালা একটি জলদস্যু জাহাজের কমান্ডার। সপ্তাহ খানেক আগে বন্দরে নোঙর ফেলেছে এর জাহাজ। নর্দার্ন হিসপ্যানিওলার একদল ষাঁড় শিকারী জাহাজটির ক্রু। স্প্যানিশদেরকে ঘৃণা করে ওরা। লিভাসে জলদস্যু হিসেবে কুখ্যাত। তাছাড়া আরও একটি গুণ আছে তার। সে মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। লোকে বলে গভর্নরের মেয়ে ম্যাডামজেল ডি ওগেরন ওর প্রেমে অন্ধ। লিভাসে মেয়েটাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছে। গভর্নর অবশ্য রাজি হননি, ওকে স্রেফ দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন। ক্রুদ্ধ লিভাসে শপথ করে এসেছে'গভর্নরের মেয়েকে বিয়ে করবেই; বলেছে গভর্নরকে পরে পস্তাতে হবে।

তো সেই লিভাসে এখন ব্লাডের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছে। ব্লাডকে সে তার তরোয়াল, জাহাজ ও সঙ্গী নাবিকদের পর্যন্ত সাধছে। ব্লাডও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে লিভাসের সাহায্য সহযোগিতা পেলে উপকার হবে। কিন্তু লোকটিকে পছন্দ নয় তার, ফলে চটজলদি কিছু জানাল না।

সে বলল, প্রস্তাবটি ভেবে দেখবে। হ্যাগথর্প ও উলভারস্টোনের কিন্তু ফরাসি লোকটাকে অতখানি অসহ্য মনে হয়নি। ওরা দু'জন বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্লাডকে রাজি করাল। এক সপ্তাহ পরে চুক্তিপত্রে সই করল লিভাসে আর ব্লাড। সিদ্ধান্ত হলো, দুটো জাহাজ লুণ্ঠিত সমস্ত মালামাল সমান দু'ভাগে ভাগ করে নেবে। দুটো জাহাজ সর্বক্ষণ এক সঙ্গে কাজ না করলেও এই শর্তের খেলাপ হবে না। কেউ যদি ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গোলমাল করে তো তাকে ফাঁসিতে লটকানো হবে।

যাহোক, অভিযানে বেরোনোর দিন সন্ধেয় অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেল লিভাসে। ম্যাডামজেল ডি ওগেরনের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে পাঁচিল টপকে গভর্নরের বাগানে ঢোকার চেষ্টা করেছিল সে। গার্ড দু'বার গুলি করায় জান নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তবে চিৎকার করে জানিয়ে এসেছে ফিরেই প্রেমিকাকে ঘরে তুলে নেবে।

সে রাতে নিজের জাহাজ লা ফোদরে-তে সে যখন ঘুমিয়ে কাদা তখন এল ক্যাপ্টেন ব্লাড। কটা বিষয়ে চূড়ান্ত আলাপ সেরে নেবে। কথাবার্তা শেষে জাহাজে ফেরার পথে মন ভারী হয়ে গেল ব্লাডের। লিভাসে লোকটি পিছল ধরনের।

সন্দেহ দানা বাঁধছে ওর মনে। কথা বলে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। জাহাজে ফিরতেই উলভারস্টোনের সঙ্গে দেখা হলো।

'তোমাদের কথায় ওই লোকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছি। আমার নিজের কোন ইচ্ছে ছিল না। মনে হচ্ছে আমাদের ক্ষতিই হবে।'

একচোখা দৈত্য তার চোখ ঘুরিয়ে দাঁত বিকশিত করল। 'বেঈমানী করলে কুত্তাটার ঘাড় ভেঙে দেব না!'

'বেঁচে থাকলে তবে তো,' বলল ক্যাপ্টেন। 'যাকগে, কাল সকালে রওনা দেব,' এই বলে নিজের কেবিনে চলে গেল।

এগারো

পরদিন সকাল দশটা। জাহাজ ছাড়তে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। একটি ক্যানু থামল এসে লা ফোদরের পাশে। এক রেড ইন্ডিয়ান মই বেয়ে উঠে এল। দলা পাকানো একটি কাগজ দিল সে লিভাসের হাতে।

কাগজটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল ত্রস্ত হাতে লেখা গভর্নরের মেয়ের চিঠি। লিখেছে:

'ডার্লিং, আমি এখন ওলন্দাজ জাহাজ জংভরো-তে। একটু পরেই জাহাজ ছাড়বে। বাবা আমাকে ইউরোপে ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সে আমাদের জন্মের তরে আলাদা করে দিতে চায়। তুমি আমাকে বাঁচাও!

শুধু তোমারই
ম্যাডেলিন।'

সমুদ্রের চারপাশে বন্য দৃষ্টি বুলাল লিভাসে। কিন্তু ওলন্দাজ জাহাজটিকে দেখতে পেল না। রেড ইন্ডিয়ানটিকে কি যেন জিজ্ঞেস করাতে সে আঙুলের ইশারা করল। বহুদূরে একটি পাল দেখা যাচ্ছে।

'ওই যে যায়,' বলল রেড ইন্ডিয়ান।

'যায় মানে!' ফরাসির মুখ ফ্যাকাসে। কড়া মেজাজে দূতকে জিজ্ঞেস করল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আগে আসোনি কেন? জবাব দাও!'

পিছু হটে গেল আতঙ্কিত রেড ইন্ডিয়ান। লিভাসে ওর গলা চেপে ধরে দু'বার ঝাঁকিয়ে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দূত বেচারা সাঁতার জানে না, পাথরের মত পানির অতলে তলিয়ে গেল।

'মাথা ঠাণ্ডা করুন, ক্যাপ্টেন। কি হয়েছে?' লেফটেন্যান্ট কাহুসাক ওর কাঁধে হাত রেখে জানতে চাইল।

তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে ওকে সব জানাল লিভাসে।

মাথা ঝাঁকাল কাহুসাক। 'অসম্ভব! কোন ওলন্দাজ জাহাজকে আক্রমণ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কে ঠেকাবে আমাদের?' গর্জে উঠল লিভাসে।

'আপনার ক্রুরা রাজি হবে না। তাছাড়া ক্যাপ্টেন ব্লাডের মতামতও তো নিতে হবে।'

'ক্যাপ্টেন ব্লাড-ফ্লাড চিনি না...'

'চিনতে হবে। আমি যদ্দূর জানি সে রাজি তো হবেই না উল্টো একথা শুনলে আমাদেরই ডুবিয়ে মারবে। ওলন্দাজদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ওর।'

'আহ্,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল ক্যাপ্টেন লিভাসে। ভাবছে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল। কাহুসাক ঠিকই বলেছে। ব্লাড তার উপস্থিতিতে ওলন্দাজ জাহাজটিতে হামলা চালাতে দেবে না। ফলে, যা করার ওর আড়ালে করতে হবে; যাতে পরে জানতে পারলেও বাধা দেয়ার সুযোগ না থাকে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অ্যারাবেলা আর লা ফোদরে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। ওলন্দাজ জাহাজটি সারাদিন দৃষ্টিসীমার ভেতরেই রইল। কিন্তু সন্ধের দিকে উত্তর দিগন্তে ছোট্ট একটা বিন্দুর মত দেখা যেতে লাগল ওটাকে। ব্লাড ও লিভাসে পুবে হিসপ্যানিওলার উপকূল

বরাবর স্যালটাটুডোস নামে একটি দ্বীপের উদ্দেশে যাবে ঠিক করেছে। অ্যারাবেলা সারা রাত নির্ভুল নিশানায় এগোল। ফলে, 'সকাল হলে দেখে সঙ্গের জাহাজটি নেই। রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব উত্তরদিকে ধেয়ে গেছে লা ফোদরে।

কাহুসাক আপত্তি জানিয়েও সুবিধে করতে পারেনি।

'বোকা কোথাকার!' ধমকে বলেছে লিভাসে। 'জাহাজ তো জাহাজই, তার আবার স্প্যানিশ আর ওলন্দাজ কিসের?'

লেফটেন্যান্ট অগত্যা মুখ বন্ধ রেখেছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন একটি মেয়ের জন্যে কথার বরখেলাপ করায় দুঃখিত হয়েছে সে।

ভোর থেকেই জংভরোর লাগোয়া হয়েছে লা ফোদরে। যার কারণে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে ওলন্দাজ জাহাজটিতে। ম্যাডেলিনের ভাই লিভাসের জাহাজ চিনতে পেরে ক্যাপ্টেনকে সতর্ক করেছে। জংভরো সব কটা পাল তুলে দিয়ে পালানোর জন্যে মরীয়া চেষ্টা চালাল। কিন্তু লা ফোদরের গতিকে হার মানানো সহজ নয়। লা ফোদরে থেকে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে আচমকা গুলি চালিয়েছে লিভাসে। ওয়ার্নিং শট। জংভরোর সব কটা বন্দুক থেকে মুহূর্তে প্রত্যুত্তর এল। কিন্তু পেশাদার জলদস্যুদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না ওলন্দাজরা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাদের জাহাজ শত্রুর দখলে চলে গেল। লিভাসে সদলবলে জংভরোর ডেকে এসে উঠেছে।

ওলন্দাজ ক্যাপ্টেন শুকনো মুখে আগে বাড়ল। পেছনের ফ্যাকাসে যুবকটিকে চিনতে কষ্ট হলো না লিভাসের। গভর্নরের ছেলে।

'ক্যাপ্টেন লিভাসে, আপনি অন্যায় করেছেন। এর শাস্তি পেতে হবে,' রাগান্বিত ওলন্দাজ ক্যাপ্টেন বলল। 'আমার জাহাজে কি চান?'

'প্রথমে আমার জিনিস বুঝে নিতে চাই,' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল লিভাসে। 'কিন্তু আপনি যেহেতু যুদ্ধ বেছে নিয়েছেন সেহেতু এ জাহাজ এখন আমার। যুদ্ধে আমিই জিতেছি।'

ম্যাডামজেল ডি ওগেরন ওপর ডেক থেকে প্রেমিকের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইল। কি চমৎকার লাগছে লিভাসেকে, একদম নায়কের মত। লিভাসেও প্রেমিকাকে দেখতে পেয়েছে। আনন্দে চিৎকার করে দৌড় লাগাল। ক্যাপ্টেন তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে কালক্ষেপণ করল না সে। কুড়ালের এক আঘাতে ক্যাপ্টেনের মাথা ফাঁক করে দিল। রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। প্রেমিক লিভাসে ক্যাপ্টেনের শরীরের ওপর দিয়ে

লাফিয়ে প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরতে ছুটল।

ম্যাডামজেল পিছু হটে গেছে। ভীত। প্রেমিককে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে বলল, 'কেন, কেন খুন করলে ওঁকে?'

নায়কের অনুকরণে অট্টহাসি হাসল লিভাসে। 'ও আমাদের পথের কাঁটা ছিল। যে আমাদের দুজনকে আলাদা করতে চাইবে তারই ওই দশা হবে।'

মৃদু হেসে প্রেমিকার দিকে আবার চাইল ও। কিন্তু পাল্টা হাসি ফুটতে দেখল না। প্রেমিকের নিষ্ঠুরতার নিদর্শন চাক্ষুষ দেখেছে মেয়েটি। এই প্রথম। হঠাৎ উপলব্ধি করল বাপ-ভাইরা এ লোক সম্বন্ধে এতদিন যা যা বলেছে সব সত্যি।

ম্যাডামজেল ঘুরেই এক দৌড়ে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ফোঁপাচ্ছে।

বারো

পরদিন ভোরে স্যালটাটুডোসের সৈকতে অদ্ভুত একটি দৃশ্যের অবতারণা হলো। একটা খালি পিপের ওপর বসে ফরাসি বোম্বেটে লিভাসে কাহুসাক ও অন্যান্য জলদস্যুদের সঙ্গে জরুরী বৈঠক করছে। ম্যাডামজেলের ভাই ইয়াং ডি ওগেরন তার সামনে দাঁড়ানো, দু'জন নিগ্রোর প্রহরায়। তার পরনে কোট নেই, তরোয়ালটিও কেড়ে রাখা হয়েছে; দু'হাত পেছনে বাঁধা। সুদর্শন যুবকটির চেহারা এখন মড়ার মত বিবর্ণ। কাছেই একটি বালির ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বোন। সে-ও প্রহরাধীন। অসম্ভব ভয় পেয়েছে।

লিভাসে ডি ওগেরনের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। শেষে জুড়ল, 'সব পরিষ্কার নিশ্চয়ই? জরুরী শর্তগুলো আবার বলে দিচ্ছি, যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। বিশ হাজার স্প্যানিশ কয়েন হচ্ছে তোমার মুক্তিপণ। টাকাটা জোগাড় করতে টরটুগায় যেতে পারবে তুমি। আমিই জাহাজ দেব। এক মাসের ভেতর টাকা নিয়ে ফেরত আসতে হবে। ততদিন তোমার বোন আমার জিম্মায় থাকবে।'

যুবক মাথা উঁচিয়ে সরাসরি লিভাসের চোখে চোখে চাইল।

'আমি প্রত্যাখ্যান করছি,' দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল।

'না বুঝেই!' হেসে বলল লিভাসে। 'তুমি কি চাও তোমার বোনের ক্ষতি হোক?'

যুবকের চেহারায় ভয়ের ছাপ পড়তে দেখল লিভাসে। বোনের দিকে বন্য দৃষ্টি হানল ডি ওগেরন।

'নিজে বাঁচো, বোনকে বাঁচাও,' বলে চলল লিভাসে। 'যে টাকা চেয়েছি তা তোমার বাপের কাছে নস্যি। কমই চাওয়া হয়েছে। কাজেই পুরোটা আদায় করে নেব।'

'কিসের জন্যে টাকা চেয়েছেন জানতে পারি?' আমুদে গলায় প্রশ্ন করেছে কে একজন। সবার মাথার ওপর দিক থেকে এসেছে কণ্ঠটি।

চমকে সেদিকে চাইল লিভাসে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। পেছনের বালির ঢিবিতে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, পাতলা গড়নের এক লোক। ক্যাপ্টেন ব্লাডের মুখে তখনও হাসি লেগে রয়েছে।

লিভাসে বিস্ময়ের ধ্বনি করে উঠে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন ব্লাডকে এখানে দেখবে কল্পনাও করেনি। ওদের দেখা হওয়ার কথা ছিল বন্দরে। সেটি এখান থেকে অনেক দূরে। ব্লাড ধীরে ধীরে ঢিবির চুড়ো থেকে নেমে সৈকতের দিকে এগিয়ে এল। তাকে অনুসরণ করছে উলভারস্টোন এবং আরও ডজন খানেক লোক। কাছে এসে ম্যাডেলিনের সম্মানে হ্যাট খুলল ব্লাড। তারপর ফিরল লিভাসের দিকে।

'গুড মর্নিং, মাই ক্যাপ্টেন,' বলল ও। 'আপনাকে মীটিং প্লেসে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু এঁরা কারা?'

লিভাসে ঠোঁট কামড়ে নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। 'দেখতেই তো পাচ্ছেন– দুজন বন্দী।'

'ও, পানিতে ভেসে এসেছে বুঝি?'

'না,' লিভাসের সংক্ষিপ্ত জবাব। 'এরা একটা ওলন্দাজ জাহাজে ছিল।'

'আপনি কি কোন ওলন্দাজ জাহাজ পাকড়াও করেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এরা আমার বন্দী– ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। দু'জনই ফরাসি।'

'ফরাসি!' ব্লাডের নীল চোখজোড়া প্রথমে লিভাসে পরে বন্দীদের পরখ করল।

ডি ওগেরন আগের মতই ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। এ মুহূর্তে চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই। সেখানে এখন আশা। এ লোকটি হয়তো কোন সাহায্য করতে পারবে। তার বোনের অনুভূতিও ভিন্ন

নয়। সে সামনে ঝুঁকে রয়েছে, ঠোঁট ফাঁক।

ক্যাপ্টেন ব্লাড চিন্তিত ভঙ্গিতে লিভাসের উদ্দেশে ভ্রূকুটি করল।

'মনে হচ্ছে স্বদেশীরাও আপনার কাছে নিরাপদ নয়,' বলল সে।

'তাতে আপনার কি? বলেছিই তো এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার,' ক্রুদ্ধ জবাব লিভাসের।

'ও, তা এঁদের নাম কি?'

লিভাসে চুপ। কিন্তু বন্দীরা মুখ খুলল। 'আমি হেনরী ডি ওগেরন, আর এ হচ্ছে আমার বোন।'

'ডি ওগেরন?' ক্যাপ্টেন ব্লাড চমকে চাইল। 'আপনার সঙ্গে আমার বন্ধু টরটুগার গভর্নরের কোন সম্পর্ক আছে?'

'উনি আমার বাবা।'

ব্লাড ঝট করে লিভাসের দিকে ফিরল। 'আপনি কি পাগল হয়েছেন?' চেঁচাল ও। 'প্রথমে ওলন্দাজ জাহাজে হামলা চালালেন তারপর টরটুগার গভর্নরের ছেলেমেয়েদের পাকড়াও করলেন– অথচ একমাত্র ওই দ্বীপেই আমরা নিরাপদ...'

ক্ষুব্ধ লিভাসে বাধা দিল।

'ক'বার বলব ব্যাপারটা ব্যক্তিগত? টরটুগার গভর্নরের সঙ্গে বোঝাপড়া যা করার আমিই করব।'

'আর বিশ হাজার কয়েন? সেটাও আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার?'

'অবশ্যই।'

'একমত হতে পারলাম না।' লিভাসের এতক্ষণ দখল করে রাখা খালি পিপেটার ওপর বসে বলল ব্লাড।

'আপনি এঁদেরকে যেসব শর্ত দিয়েছেন সবই শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তাছাড়া ভুলে যাবেন না আমরা দু'জন চুক্তিবদ্ধ। বিশ হাজার কয়েন চেয়েছেন মুক্তিপণ বাবদ। সেটা আমাদের দু'জাহাজের মধ্যে ভাগ হওয়ার কথা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি ব্যাপারটা চেপে যেতে চাইছেন। সেজন্যে শাস্তির ব্যবস্থাও কিন্তু রাখা হয়েছে চুক্তিতে।'

'হো, হো,' কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল লিভাসে। 'আমার ব্যবহার অপছন্দ হলে চুক্তি বাতিল করতে পারেন।'

'তাই করতে হবে। তবে আমার যখন ইচ্ছে হবে তখন বাতিল করব। তার আগে জাহাজ ছাড়ার আগের প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে

আপনাকে।'

'মানে?'

'এদের মুক্তিপণ ধরেছেন বিশ হাজার কয়েন। আর এই মহিলাকে আপনি সঙ্গে রাখছেন। কোন্ যুক্তিতে? চুক্তি মোতাবেক এঁর ওপর আমাদের সবার অধিকার রয়েছে।'

লিভাসের চেহারায় মেঘ ঘনাল।

'তবে,' বলল ব্লাড, 'এই মহিলাকে আপনি কিনে নিতে চাইলে আমার আপত্তি নেই।'

'কিনে নিতে?'

'মুক্তিপণের টাকায়।'

'সেটা ওর ভাইয়ের জন্যে। টরটুগার গভর্নর এর টাকা মেটাবে,' বলল লিভাসে।

'না, না। দুজনের জন্যেই ওই টাকা ধরেছেন আপনি। টাকাটা এখনই দিয়ে দিন, আমাদের ক্রুদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাক।'

খুনে মেজাজে হাসল লিভাসে। 'ভাল হাসাতে পারেন দেখছি!'

'হ্যাঁ, তা পারি,' জবাবে বলল ব্লাড।

লিভাসের কাছে ব্লাড হাসির পাত্র। মাত্র জনা বারো লোক এনে হুমকি দিচ্ছে একশো লোকের নেতা লিভাসেকে। কিন্তু দলের ক্রুদের দিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে এল ওর। ক্রুরা ব্লাডের সঙ্গে একমত, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন,' রাগ চেপে বলল ও। 'টাকা আসুক, সমান ভাগে ভাগ হবে।'

'কিন্তু ধরুন ডি ওগেরন টাকা দিতে অস্বীকার করলেন?' প্রশ্ন ছুঁড়ল ব্লাড। হেসে অলসভাবে উঠে দাঁড়াল। 'উঁহুঁ, মেয়েটাকে রাখতে চাইলে এখুনি টাকা দেবেন।' লিভাসের ক্রুরা সমস্বরে সায় জানাল।

'গর্দভের দল!' গর্জাল লিভাসে। 'বিশ হাজার কয়েন কি গাছে ধরে? অত টাকা আছে আমার সঙ্গে?'

'তবে যার আছে সে বন্দীদেরকে কিনে নিক,' প্রস্তাব করল ব্লাড।

'কার আছে? আমার নিজেরই তো নেই।'

'আমার আছে,' জানাল ব্লাড। পিপেটায় আবার বসে পড়ে কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটি চামড়ার থলে বার করল। থলের ভেতর থেকে বেরল গোটা পাঁচেক প্রমাণ সাইজের মুক্তো। গত শীতে মুক্তোর

জাঁহাজ লুটে যা পেয়েছিল তার বখরা। আরও প্রায় পনেরোটার মত রয়েছে থলেতে।

কাহুসাক দু'আঙুলে ধরে গভীর মনোযোগে একটি মুক্তো পরখ করল। 'এটার দাম কমপক্ষে একহাজার কয়েন,' দেখে-টেখে বলল।

'আপনার ভ্যালুয়েশন মেনে নিলাম,' বলল ব্লাড। 'এখানে অমন দশটা আছে। তারমানে দশ হাজার কয়েন। বাকি মুক্তোগুলো আমার ক্রুদের সঙ্গে বেঁটে নেব। উলভারস্টোন, আমার সম্পত্তিদেরকে অ্যারাবেলায় তুলে দাও।' উঠে দাঁড়িয়ে আঙুলের ইশারায় বন্দীদের দেখিয়ে দিল।

'দাঁড়ান,' ক্রোধে ফেটে পড়েছে লিভাসে। 'মেয়েটাকে পাবেন না।' ব্লাডের মুখোমুখি সে, তরোয়ালে হাত। রাগে কাঁপছে। 'আমি বেঁচে থাকতে ও আপনাদের সঙ্গে যাবে না।'

'তবে আপনি মরলে যাবে,' বলেই একটানে খাপ থেকে তরোয়াল বার করে আনল ব্লাড। মুহূর্তে অসিযুদ্ধ বেধে গেল।

লড়াই ফুরাতেও দেরি হলো না। ব্লাডের দক্ষতার সঙ্গে কুলিয়ে ওঠা লিভাসের বন্য শক্তির কম্ম নয়। ক'মিনিট পরেই সাদা বালিতে সটান হলো ও। কাশছে। ব্লাড চাইল কাহুসাকের দিকে।

'চুক্তির আর দরকার দেখছি না,' বলল ব্লাড।

কাহুসাক ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত চোখে নেতার পতিত দেহের দিকে দৃষ্টি দিল। লোকটিকে ঘৃণা করে সে, প্রচণ্ড ঘৃণা। বোম্বেটেদের কাছে একটি দোষ ক্ষমার অযোগ্য। সেটি হচ্ছে অন্যদের বখরা আত্মসাৎ করা। লিভাসে সেই দোষে দোষী।

'আমার সঙ্গে রওনা হতে চাইলে,' কাহুসাককে বলল ব্লাড, 'আসতে পারেন। কিন্তু এক শর্তে– ওলন্দাজ জাহাজটাকে ছেড়ে দিতে হবে, ওটার কার্গোকেও।'

অমত করল না কাহুসাক। ব্লাড তার অতিথিদের দিকে ফিরল। হ্যাট খুলে গভর্নরের মেয়েকে সম্মান দেখাল।

'ম্যাডামজেল, ভয় পাবেন না,' বলল ও। 'আমরা এখুনি টরটুগার দিকে রওনা হয়ে যাব।'

মেয়েটি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ব্লাডের দিকে চাইল। ওর ভাই উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'মঁসিয়ে, ঠাট্টা করছেন না তো?'

'কক্ষনো নয়। আমি জলদস্যু হতে পারি কিন্তু লিভাসের মত নই।

আমার একটা আত্মসম্মানবোধ আছে।'

বাউ করে চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরল ও। ম্যাডামজেল ফেরাল তাকে। 'মঁসিয়ে!'

ব্লাড ফিরে চাইলে ধীর পায়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল ম্যাডেলিন। 'আপনি সত্যিই ভদ্রলোক!' বলল ও। ব্লাডের হাত টেনে নিয়ে চুমু খেল।

ক্যাপ্টেন ব্লাডের মুখে মৃদু হাসি। 'আমি অবশ্য তা মনে করি না!' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল। বোম্বেটে হিসেবে ওর কুখ্যাতি এতদিনে নিশ্চয় অ্যারাবেলা বিশপের কানে পৌঁছে গেছে। জানে, মেয়েটির চোখে ও ঘৃণার পাত্র। তবে মনে গোপন আশা, আজকের ঘটনার কথা অ্যারাবেলার কানে গেলে হয়তো ওর প্রতি ঘৃণা খানিকটা হলেও কমবে। আসলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মিস ডি ওগেরন আর তার ভাইকে সে রক্ষা করেছে আবেগতাড়িত হয়ে। সর্বক্ষণ ভেবেছে, অ্যারাবেলা উপস্থিত থাকলে ওর এই সৎসাহসের জন্যে সন্তুষ্ট হত।

তেরো

টুরটুগার গভর্নর স্বভাবতই ব্লাডের প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন। নানাভাবে তা প্রকাশও করলেন ভদ্রলোক। তাঁর কল্যাণে ক্যাপ্টেন ব্লাডের নাম জলদস্যুদের মধ্যে আরও ছড়াল। বোম্বেটেরা তাকে রীতিমত পূজা করতে শুরু করেছে। তারা ব্লাডের দলে যোগ দেয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। ফলে, টরটুগা থেকে পরবর্তী অভিযানের সময় ওকে পাঁচটি জাহাজ এবং হাজারেরও বেশি লোক নিয়ে রওনা হতে হলো।

ওদিকে ক্যারিবিয়ান সাগরে ডন মিগুয়েল ডি এসপিনোসা তক্কে তক্কে রয়েছে। ব্লাডের প্রতি তীব্র প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলছে সে। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে পরম কাঙ্ক্ষিত শত্রুকে। গত একটা বছর বৃথাই খোঁজাখুঁজি করেছে। বড় অদ্ভুতভাবে হঠাৎই সাক্ষাৎ হয়ে গেল দু'জনার।

পনেরোই সেপ্টেম্বরে সাগরে ভাসছিল তিনটে জাহাজ। এ গল্পে জাহাজগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রথম জাহাজটি 'অ্যারাবেলা'। ঝড়ের তাণ্ডবের কারণে দলছুট হয়ে

একাই ভেসে চলেছে।

দ্বিতীয় জাহাজটি 'মিলাগ্রোসা'। স্প্যানিশ জাহাজ। প্রতিশোধোন্মুখ ডন মিগুয়েল রয়েছে ওটায়।

তৃতীয় তথা সর্বশেষ জাহাজটির নাম 'রয়্যাল মেরি'। রণতরী। প্লাইমাউথ থেকে জ্যামাইকার পথে যাচ্ছে। লর্ড জুলিয়ান ওয়েড নামে এক ভি. আই. পি ওটার যাত্রী। ইংল্যান্ড থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। রাজা দ্বিতীয় জেমস বোম্বেটেদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ স্প্যানিশদের ক্রমাগত নালিশ শুনতে শুনতে বিরক্ত। সেক্রেটারি অভ স্টেট লর্ড সান্ডারল্যান্ড একজন ক্ষমতাশালী লোককে জ্যামাইকার ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেছেন। এই ক্ষমতাশালী লোকটি আর কেউ নয়, কর্নেল বিশপ।

কর্নেল বিশপ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। এতদিনে পিটার ব্লাডকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার সুযোগ পেল। তারই এক সময়কার পলাতক ক্রীতদাস এখন জ্বালিয়ে মারছে স্প্যানিশদেরকে, জলে এমনকি ডাঙাতেও। এতে করে ইংল্যান্ড ও স্পেনের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। কর্নেল বিশপ চিঠিতে সেক্রেটারি অভ স্টেটকে জানিয়েছে এ সমস্যা সমাধানের কোন রাস্তা দেখছে না। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না বুঝে লর্ড সান্ডারল্যান্ড আঙুল বাঁকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, ব্লাড পরিস্থিতির শিকার হয়ে জলদস্যুতা বেছে নিয়েছে। সুযোগ দিলে সে হয়তো ঝঞ্ঝাটমুক্ত জীবনে আবারও ফিরে আসতে পারে।

তো, সান্ডারল্যান্ড তাঁর কাজিন লর্ড জুলিয়ান ওয়েডকে পাঠিয়েছেন ব্লাডের জন্যে একটি প্রস্তাব দিয়ে। ব্লাড যদি রাজার নৌবাহিনীতে নিয়মিত অফিসার হিসেবে যোগ দেয় তবে ক্ষমা করা হবে তাকে।

রয়্যাল মেরি জ্যামাইকার পূর্ববর্তী বন্দর সেন্ট নিকোলাসে ভিড়েছে। এদিকে, কর্নেল বিশপের ভাতিজী ক'মাস আগে সেন্ট নিকোলাসে আত্মীয় স্বজনদের কাছে বেড়াতে এসেছে। এখন জ্যামাইকায় ফিরে যাবে। রয়্যাল মেরিতে তার ফেরার ব্যবস্থা করা হলো। লর্ড জুলিয়ানের খুশি ধরে না। অ্যারাবেলাকে খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর। জাহাজ যখন সেন্ট নিকোলাস ছাড়ল তখন দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনিবার্য ভাবেই লর্ড জুলিয়ানের কথাবার্তায় ক্যাপ্টেন ব্লাডের প্রসঙ্গ এল।

'আপনি কি কখনও,' ডেকে পাশাপাশি হাঁটার সময় কথা তুললেন

জুলিয়ান, 'ক্যাপ্টেন ব্লাডকে দেখেছেন? শুনেছি সে আপনার চাচার ক্রীতদাস ছিল।'

মিস বিশপ প্রথমে পাথরের মত জমে গেল। তারপর জাহাজের রেলে হেলান দিয়ে শান্তস্বরে বলল, 'অনেকবারই দেখা হয়েছে। ভালমত চিনি।'

'সত্যি?' আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন লর্ড জুলিয়ান। 'লোক কেমন সে?'

'তখন তো মনে হত ভদ্রলোক। কপাল খারাপ।'

'ওর সমস্ত ঘটনা জানেন?'

'বলেছিল,' জানাল অ্যারাবেলা। 'মনে মনে তার সাহসের প্রশংসা করতাম। কিন্তু তারপর কি করল? এখন মনে হয় আমাকে যা বলেছে সব সত্যি নাও হতে পারে।'

'কোন সন্দেহ নেই মনমাউথের বিদ্রোহের পর ওর প্রতি অবিচার করা হয়েছিল,' পাল্টা বললেন জুলিয়ান। 'মনমাউথের দলে ও কখনোই ছিল না। কিন্তু ও প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছে!'

'সেজন্যেই ক্ষমা করা যায় না,' খাটো গলায় বলল অ্যারাবেলা। 'ও নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছে।'

'কুড়াল মেরেছে?' হেসে উঠলেন জুলিয়ান। 'অত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে? শুনেছি প্রচুর টাকা কামিয়েছে। সব নাকি জমা আছে ফ্রান্সে। ওর হবু শ্বশুর ডি ওগেরন এ ব্যাপারটা দেখাশোনা করছেন।'

'হবু শ্বশুর?' অ্যারাবেলার দৃষ্টি লর্ডের চোখে। 'টরটুগার গভর্নর ডি ওগেরন?'

'হ্যাঁ। কথাটা সেন্ট নিকোলাসে থাকতেই শুনেছি। কেন, আপনি জানেন না?'

জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যারাবেলা। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। চোখ এখন তরঙ্গের দিকে। ক'মুহূর্ত বাদে মুখ খুলল। কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র কম্পন নেই।

'কিন্তু তাহলে নিশ্চয় ডাকাতি ছেড়ে দিত? যদি...যদি কাউকে ভালবেসেই থাকে, পয়সাও কামিয়ে থাকে তবে এই বিপজ্জনক জীবন থেকে কেন সরে যাচ্ছে না?'

'তা ভাবারই বিষয়,' বললেন লর্ড জুলিয়ান। 'কিন্তু আমি যদ্দূর জেনেছি ডি ওগেরন টাকার আগে দৌড়য়। আর তার মেয়েটাও নাকি

বেপরোয়া প্রকৃতির। সে হয়তো ব্লাডকে উসকায়। ওর আগের প্রেমিকটাও জলদস্যু ছিল; ব্লাডের হাতে মরেছে। ওই ব্যাটাকে মেরে তবেই মেয়েটার মন জিতে নিয়েছে।'

'ওই মেয়ের জন্যে খুন করেছে?' অ্যারাবেলার কণ্ঠে আতঙ্ক।

'হ্যাঁ, লিভাসে নামে এক জলদস্যুকে। মেয়েটার প্রেমিক ছিল।'

অ্যারাবেলার ঠোঁটজোড়া ফ্যাকাসে, চোখ জ্বলছে ধকধক করে।

'কার কাছে শুনেছেন?' জানতে চাইল।

'কাহুসাক নামে আরেক জলদস্যু। সে খুনের সময় ওখানে ছিল।'

'মেয়েটা? মেয়েটা ছিল?'

'হ্যাঁ। ও সবই দেখেছে। লিভাসেকে খুন করে ব্লাড ওকে উদ্ধার করেছিল।'

অ্যারাবেলার শুকনো মুখের দিকে চোখ পড়ল জুলিয়ানের।

'মানুষ চিনতে কি ভুলই না করেছি!' নিচু স্বরে বলল মেয়েটি। বাঁকা হেসে যোগ করল: 'অমন মানুষকে ভুলে যাওয়াই ভাল।' একথা বলেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

বেশ ভালভাবেই সময় কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু অনর্থ বাধাল বদমেজাজী ডন মিগুয়েল। আক্রমণ করে বসল রয়্যাল মেরিকে। পাল্টা গুলি চালাল রয়্যাল মেরির ক্যাপ্টেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের। মিলাগ্রোসা জাহাজ থেকে ছোঁড়া গোলার আঘাতে রয়্যাল মেরির ডেকে রাখা গানপাউডারে আগুন ধরে গেল। মূল যুদ্ধ শুরুর আগেই উড়ে গেল জাহাজটির অর্ধেক খানি। ইংরেজ ক্যাপ্টেন মারা পড়েছে, সঙ্গে ক্রুদের অধিকাংশ। বাকিরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব। আর এই সুযোগে জাহাজে উঠে এল স্প্যানিশরা।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে লর্ড জুলিয়ান তখন অ্যারাবেলা বিশপকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। গটমট করে ঢুকে পড়ল ডন মিগুয়েল। পাঁই করে ঘুরে তার মুখোমুখি হলেন লর্ড। তরোয়ালে হাত চলে গেছে।

'বোকামি করবেন না,' ধারাল কণ্ঠে আদেশ করল ডন মিগুয়েল। 'বোকামি করলেই মরবেন। আপনাদের জাহাজ ডুবছে।'

ডন মিগুয়েলের ঠিক পেছনে তিন চার জন সশস্ত্র লোক। লর্ড জুলিয়ান পরিস্থিতি বুঝে সামলে নিলেন নিজেকে। তরোয়াল থেকে হাত সরালেন। কিন্তু মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ডন।

'ওটা দিন,' বলল সে।

দ্বিধা করছেন লর্ড, মিস বিশপের দিকে চকিতে চাইলেন।

'দিয়েই দিন,' শান্ত শোনাল অ্যারাবেলার কণ্ঠ। শ্রাগ করে তরোয়াল সমর্পণ করলেন লর্ড।

'আপনারা আমার জাহাজে আসুন,' আমন্ত্রণ জানিয়ে কেবিন ছাড়ল ডন।

যেতেই হলো, কারণ জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। লর্ড জুলিয়ান কিন্তু রেগে টং। স্প্যানিশ জাহাজে উঠেই হামলাকারীর নাম জানতে চাইলেন।

'আমি ডন মিগুয়েল ডি এসপিনোসা,' জবাব এল। 'স্পেনের রাজার নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল।'

ঢোক গিললেন লর্ড। স্প্যানিশ অ্যাডমিরাল বোম্বেটেদের মত আচরণ করল। ইংল্যান্ড এখন কি ভূমিকা নেবে?

'আমাদের সঙ্গে বোম্বেটেগিরি করার কি দরকার ছিল?' প্রশ্ন করলেন লর্ড।

স্মিত হাসল ডন মিগুয়েল।

'কর্নেল বিশপ বড়লোক মানুষ, আপনিও টাকার কুমীর– আপনাদের মুক্তিপণের ব্যবস্থা শিগ্‌গিরই হয়ে যাবে।' খানিকটা ঘুরিয়ে যা বলার বলে দিল ডন।

'আপনি স্প্যানিশ নৌবাহিনীর কলঙ্ক,' খেপে উঠলেন লর্ড। 'আপনাদের রাজা এ ব্যাপারে কি বলেন দেখব আমরা।'

অ্যাডমিরালের হাসি মিলিয়ে গেছে।

'যা করার পুরুষ মানুষের তাগদেই করেছি। আপনাদের মত ক্যাপ্টেন ব্লাড, হ্যাগথর্পদের লেলিয়ে দিয়ে বলছি না আমরা দায়ী নই, আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই।'

'ক্যাপ্টেন ব্লাডরা ইংল্যান্ডের অ্যাডমিরাল নয়,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন লর্ড।

'নয়? জানব কিভাবে? স্পেনের অত কিছু জানার সুযোগ আছে? আপনারা ইংরেজরা মিথ্যুক নন– বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন?'

'স্যার!' তীব্র ক্রোধে তীক্ষ্ণ হয়েছে লর্ডের কণ্ঠ। জ্বলছে দু'চোখ। তাঁর থাবা পড়ল যেখানে তলোয়ার ঝুলছিল সেখানে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, 'স্প্যানিশদের রীতিই এই। ভদ্রতার

ধার ধারে না। নইলে একজন নিরস্ত্র লোকের সঙ্গে কেউ এমন যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে পারে!'

অ্যাডমিরালের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল। আঘাত করার ইচ্ছায় হাত খানিকটা উঠিয়েও কি ভেবে নামিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চোদ্দ

ডন মিগুয়েল তার বন্দীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করছে। লর্ড জুলিয়ান ও অ্যারাবেলা বুঝতে পারছে তাদের ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, মুক্তিপণের জন্যে আটক করা হয়েছে। মিলাগ্রোসা সহযোগী জাহাজ হিডালগাকে নিয়ে প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিম, পরে পুব দিকে রওনা দিতেই মুখোমুখি পড়ে গেল ক্যাপ্টেন ব্লাডের। এ ঘটনা ঘটল পরদিন সকালে। এক বছর ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষ পর্যন্ত আকস্মিকভাবে শত্রুকে পেয়ে গেল ডন। একেই বলে ভাগ্যের ফের। এমন একটা সময় ডন মিগুয়েল ব্লাডের জাহাজের দেখা পেল যখন অ্যারাবেলা জাহাজটি সম্পূর্ণ একা।

মিস বিশপ তখনই আপার ডেকে লর্ড জুলিয়ানের সঙ্গে উঠে এসেছে। বিশাল আকৃতির লাল রঙা জাহাজটি শ্বেতশুভ্র পাল তুলে রেখেছে। মূল মাস্তুল থেকে পতপত করে উড়ছে ইংল্যান্ডের পতাকা। মিস বিশপ এ দৃশ্য দেখে রীতিমত রোমাঞ্চিত।

'দেখুন!' লর্ড জুলিয়ানের উদ্দেশে বলল। ভদ্রলোক অবাক হয়ে দেখলেন মেয়েটির দু'চোখে অদ্ভুত দীপ্তি। উত্তেজিত। ও কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছে? অ্যারাবেলার পরবর্তী কথায় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল লর্ডের।

'ইংলিশ জাহাজ, ফাইট করবে,' বলল অ্যারাবেলা।

'ঈশ্বর ভরসা,' বললেন লর্ড। 'ওটার ক্যাপ্টেনের মাথায় ছিট আছে। স্প্যানিশদের দুটো জাহাজের সঙ্গে পারবে কি করে? ডন মিগুয়েলকে দেখো। ব্যাটা কী খুশি!'

নিচের ডেক থেকে বন্দীদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ডন। হাসছে। আগুয়ান জাহাজটিকে ইশারায় দেখিয়ে ক্রুদের উদ্দেশে নিজের ভাষায় কি যেন বলল।

গোলন্দাজরা কামান নিয়ে তৈরি, নাবিকরাও আসন্ন যুদ্ধের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত। ডন মিগুয়েলের সঙ্কেতে হিডালগা কাছ ঘেঁষে এল মিলাগ্রোসার। ইংলিশ জাহাজটির প্রস্তুতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওরা। অ্যারাবেলা এখন কামানের রেঞ্জের মধ্যে। গোলন্দাজরা কেবলমাত্র নির্দেশের অপেক্ষায়। বারবার চাইছে অ্যাডমিরালের দিকে। মাথা নাড়ল সে।

'ধৈর্য ধরো!' গর্জাল ডন। 'আরও এগোব। তারপর পাখি শিকার করব।'

অ্যারাবেলা স্রোতের টানে স্প্যানিশ জাহাজ দুটির মাঝ বরাবর এগোচ্ছে। লর্ড জুলিয়ান না বলে পারলেন না, 'লোকটা পাগল! দু'জাহাজের চাপ খেয়ে ভর্তা হয়ে যাবে।'

ঠিক সে মুহূর্তে অ্যাডমিরালকে হাত তুলতে দেখে গোলন্দাজরা কামান দাগল। ইংলিশ জাহাজটির সামান্য সামনের পানি ছিটকে উঠল। প্রায় একই সঙ্গে দু'বার স্ফুলিঙ্গ ছড়াল অ্যারাবেলার দুটো কামান। গোলার আঘাতে মিলাগ্রোসা কেঁপে উঠেছে। হিডালগাও চুপ করে বসে রইল না। তবে তাদের দুটো গোলাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

একশো গজের দূরত্বে থাকতে অ্যারাবেলার কামানগুলো দাগা হলো আবার। মিলাগ্রোসার সামনের অংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ধোঁয়া উঠছে। ওদিকে ইংলিশ জাহাজটি ক্রমেই এগোচ্ছে। জুলিয়ানের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, মিস বিশপ ভয়ে জাহাজের রেল আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল। চকিতে ডন মিগুয়েল ও তার স্যাঙাৎদের দিকে চাইল ও। অ্যারাবেলা এখন স্প্যানিশ জাহাজ দুটোর ঠিক মধ্যখানে। ডন মিগুয়েল ভেরীবাদকের সঙ্গে কথা বলল। লোকটি সিলভার বিউগল তুলে জাহাজ দুটোকে গুলি করার নির্দেশ দেবে। কিন্তু সে ঠোঁটের কাছে বিউগল তুলতেই অ্যাডমিরাল তার হাত চেপে ধরে নিরস্ত্র করল। সে আচমকা উপলব্ধি করেছে স্প্যানিশ জাহাজ দুটো তাদের প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে গিয়ে পরস্পরকেই আক্রমণ করে বসতে পারে। ক্যাপ্টেন ব্লাড ঠিক এটাই চাইছে। মুহূর্তে অ্যারাবেলার দু পাশ থেকে আঠারোটা কামান মিলাগ্রোসা আর হিডালগার ওপর গায়ের ঝাল মেটাল।

মিস বিশপ বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় লর্ড জুলিয়ানের ওপর ছিটকে পড়েছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী চারদিকে, সবাই বিভ্রান্ত। আহত স্প্যানিশদের

আহাজারি আর খিস্তি খেউড়ে বাতাস ভারী। মিলাগ্রোসা টিকে থাকতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। মস্ত গর্ত তার একপাশে। হিডালগার অবস্থা আরও করুণ। দ্রুত ডুবছে। ক্রুরা নৌকা নামাতে মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ডন মিগুয়েল যতই চেঁচাক না কেন, কেউ গায়ে মাখছে না। অ্যারাবেলা মুখ ঘুরিয়ে মিলাগ্রোসার পাশে এসে পড়েছে। ঘর্ঘর, ঝনঝন নানারকম ধাতব শব্দে স্প্যানিশ জাহাজটিকে কব্জা করে নেয়া হলো। তার পর পরই একদল বুনো চেহারার জলদস্যু লাফিয়ে মিলাগ্রোসার ডেকে এসে নামল। স্প্যানিশরা অসহায়। জলদস্যুদের সঙ্গে পেরে উঠল না ওরা। ডন মিগুয়েল অক্ষম রাগে ওপরের ডেকে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে লর্ড জুলিয়ান আর মিস বিশপ এতক্ষণ মারামারি দেখছিল। ওরা দেখতে পেল, স্প্যানিশ পতাকা নেমে গেছে। সেখানে এখন ইংল্যান্ডের নিশান। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছে ইংরেজরা। নিরস্ত্র স্প্যানিশরা কোণঠাসা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো।

মিস বিশপ হঠাৎ সামনে ঝুঁকে তাকাল। চোখ বিস্ফারিত, গাল ফ্যাকাসে। লম্বা, তামাটে মুখের এক লোক মই বেয়ে ওপরে উঠে আসছে– দৃপ্ত ভঙ্গিমায়।

'আবার দেখা হয়ে গেল, ডন মিগুয়েল,' বিশুদ্ধ স্প্যানিশে বলল। 'খুশি হয়েছেন নিশ্চয়? একটু শুধু গড়বড় হয়ে গেছে। এভাবে বোধহয় দেখা করার প্ল্যান ছিল না আপনার?'

ক্রুদ্ধ ডনের হাত চলে গেল তরোয়ালে। কিন্তু তার কব্জি বজ্রমুষ্ঠিত চেপে ধরল ক্যাপ্টেন ব্লাড।

'ওসব চালাকি চলবে না,' ধীর কণ্ঠে বলল। 'আপনি এখন আমার কব্জায়।'

দীর্ঘ একটি মুহূর্ত পরস্পরকে নিরীখ করল ওরা।

'কি করতে চান?' কর্কশ শোনাল ডনের কণ্ঠ।

কাঁধ ঝাঁকাল ব্লাড। স্মিত হাসল।

'যা করার করে ফেলেছি,' জবাব এল। 'আপনার নৌকাগুলো রেডি। চাইলে দলবলসুদ্ধ চলে যেতে পারেন। কারণ জাহাজটা ডুবিয়ে দিচ্ছি আমি। হিসপ্যানিওলা দ্বীপটা কাছেই– নিরাপদেই পৌঁছতে পারবেন। আর একটা কথা, আমি আপনার জন্যে আনলাকি। আমাকে আর খুঁজবেন না।'

পরাজিত অ্যাডমিরাল বিনাবাক্যব্যয়ে মই বেয়ে নিচে নেমে গেল। বিজেতা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে স্প্যানিশদের বন্দী দু'জনের দিকে চাইল। হঠাৎ কাঠ হয়ে গেছে সে।

লর্ড জুলিয়ান তার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে এলেন।

'ওই শয়তানটাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিলেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

'আপনি কে?' জানতে চাইল ব্লাড। 'আপনার এত লাগছে কেন?'

'আমি লর্ড জুলিয়ান ওয়েড,' ঠাণ্ডা স্বরে জানালেন লর্ড।

ব্লাড চিনেছে বলে মনে হলো না। 'তাই? তা এই জাহাজে কি করছেন জানতে পারি?'

লর্ড জুলিয়ান সংক্ষেপে অসহিষ্ণু গলায় সব খুলে বললেন।

'ডন মিগুয়েল আপনাদের বন্দী করেছিল? মিস বিশপকেও?'

'আপনি মিস বিশপকে চেনেন?' লর্ড অবাক।

'চেনার সৌভাগ্য হয়েছিল,' বলল ব্লাড। বাউ করল মেয়েটির উদ্দেশে। 'তবে মিস বিশপ বোধহয় আমাকে চিনতে পারেননি।' অ্যারাবেলাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে বলল।

'চোর-ডাকাতদের সঙ্গে মিশি না তো চিনব কিভাবে?' বলল মেয়েটি।

'ক্যাপ্টেন ব্লাড? আপনি ক্যাপ্টেন ব্লাড?' উত্তেজনায় লাল দেখাচ্ছে লর্ডের মুখ।

'হ্যাঁ, স্যার,' অন্যমনস্কভাবে জানাল ব্লাড। অ্যারাবেলার কথায় আঘাত পেয়েছে। নীল চোখ দুটোয় বেদনার ছাপ স্পষ্ট। 'আপনি মিস বিশপকে নিয়ে আমার জাহাজে আসবেন? এটা যে কোন মুহূর্তে ডুবে যাবে।'

অ্যারাবেলার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ঘুরে হাঁটা ধরল ও।

পনেরো

সে সন্ধেয় একাকী ডেকে পায়চারি করছে ব্লাড। কোথাও কোন গোলমাল নেই। যুদ্ধের চিহ্ন ইতোমধ্যেই অপসৃত। একদল নাবিক

চমৎকার শান্ত সন্ধেটিতে নিচু স্বরে গান গাইছে।

ব্লাড অবশ্য কান দিচ্ছে না। আসলে কানে ঢুকছে না কিছু, বাজছে শুধু নিষ্ঠুর কথাগুলো।

চোর-ডাকাত!

তিন বছর আগে জলদস্যুর জীবন বেছে নেয়ার সময় থেকেই বুঝতে পারছিল অ্যারাবেলা তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে। আর কোনদিন দেখা হবে তাও ভাবেনি। তবে প্রতিটি মুহূর্তেই মেয়েটিকে নিজের পাশে কল্পনা করেছে। অ্যারাবেলার কথা মাথায় রেখে সে কঠোর আইন-কানুন তৈরি করেছে অনুসারীদের জন্যে। নিষিদ্ধ করেছে সব ধরনের নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তাতে কি লাভটা হলো? অ্যারাবেলার দৃষ্টিতে সে তো যে কে সেই!

চোর-ডাকাত! পুড়ে যাচ্ছে অন্তরটা। অ্যারাবেলা এক কথায় ওকে চোর-ডাকাতদের দলে ফেলে দিল। একবারও ভাবল না কী পরিমাণ অন্যায় অবিচার সইতে হয়েছে ওকে। ওর প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা বা সহানুভূতি নেই মেয়েটির। দু'হাতে মুখ ঢেকে হতাশায় ফুঁপিয়ে উঠল ব্লাড।

ওদিকে নারী অন্তর সম্বন্ধে ব্লাডের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ লর্ড জুলিয়ান কিন্তু কটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে চলেছেন। মিস বিশপ ক্যাপ্টেন ব্লাডের প্রতি অতখানি নিষ্ঠুর হচ্ছে কেন? স্প্যানিশদের কবল থেকে বাঁচানোর পরও কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না? ক্রীতদাস ব্লাডকে সে ঠিক কতখানি চিনত? লর্ড জুলিয়ান একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। ব্লাডের জাহাজটির নাম অ্যারাবেলা। কেন? মিস বিশপের নামটিই কেন বেছে নিতে হলো ব্লাডকে! দুনিয়ায় আর কোন নাম কি ছিল না? নিশ্চয়ই কোন যোগসূত্র আছে। লর্ড জুলিয়ানের মনে পড়ছে মিস ডি ওগেরনের উদ্ধার কাহিনী খুশি করতে পারেনি অ্যারাবেলাকে। ঈর্ষা? লর্ডের স্বপ্নালু দু'চোখ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে মেয়েটিকে। 'ব্লাডকে এত ঘৃণা করার কি আছে?' আপন মনে প্রশ্ন করলেন।

লর্ড জুলিয়ান ক্যাপ্টেন ব্লাডের প্রতি রীতিমত শ্রদ্ধা পোষণ করছেন। তাঁর ভাল লাগছে এই ভেবে যে, লোকটিকে তিনি সৎপথে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখেন। ব্লাডের খোঁজ করতে করতে ডেকে চলে এলেন ভদ্রলোক। ব্লাড তখনও পায়চারি করছে। ক্যাপ্টেনের বাহুতে নিজের বাহু ঢুকিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলেন লর্ড।

'কি হচ্ছে?' সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল ব্লাড। এ মুহূর্তে উটকো ঝামেলা পছন্দ করতে পারছে না।

কিছু মনে করলেন না লর্ড।

'আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই,' বললেন তিনি। 'এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি। আমি আসলে আপনাকে খুঁজতেই ইন্ডিজে এসেছি।' মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন ভদ্রলোক।

লর্ডের কথা শেষ হলে হাত সরিয়ে নিল ব্লাড। বিস্মিত।

'আপনি আমার মেহমান,' বলল ও, 'আমি চোর-ডাকাত হলেও পচে যাইনি। সামান্য ভদ্রতাবোধ এখনও আছে। আপনারা যে অফার নিয়ে এসেছেন সেটার ব্যাপারে আমি কিছু বলব না। আপনার কি ধারণা আমি রাজার কমিশন গ্রহণ করব? মরলেও না। আমাকে চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, সেজন্যে রাজা জেমস ছাড়া আর কেউ দায়ী নন। আমি তো বিদ্রোহ করিনি, ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি শুধু। বিচারের রেকর্ড ঘাঁটুন, দেখতে পাবেন একজন বিদ্রোহীর চিকিৎসা করেছিলাম বলে আমাকে ক্রীতদাস বানিয়ে দেয়া হয়।'

নিজেকে হঠাৎই সামলে নিয়ে দুঃখের হাসি হাসল ব্লাড।

'খামোকাই মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে! আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, লর্ড জুলিয়ান। কিন্তু আমার মনের অবস্থাটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?'

লর্ড জুলিয়ান ঠায় দাঁড়ানো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'দুঃখজনক! সত্যিই দুঃখজনক!' হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'কিন্তু আমাদের বন্ধু হতে বাধা কোথায়?'

'কোন বাধা নেই। কিন্তু···আমার মত চোর-ডাকাতের সঙ্গে···' কাটখোট্টা হাসল ব্লাড। বাড়ানো হাতটির দিকে দৃষ্টিপাত না করে ঘুরে চলে গেল।

লর্ড জুলিয়ান দাঁড়িয়ে থেকে লম্বা লোকটিকে জাহাজের রেলের দিকে যেতে দেখলেন।

'লোকটা আসলেই ভাল,' আপন মনে আওড়ালেন, 'কিন্তু ওর জন্যে আমার কিছু করার নেই।' ধীর পায়ে কেবিনে ফিরে গেলেন তিনি।

ষোলো

তিন মাস পরে ব্লাড আবারও টরটুগায় ফিরল। ইতোমধ্যে লর্ড জুলিয়ান ও মিস বিশপকে জ্যামাইকার রাজধানী পোর্ট রয়্যালে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে, ডেপুটি গভর্নরের নাগাল এড়িয়ে। কর্নেল বিশপ অ্যারাবেলা জাহাজটিকে পাকড়াও করতে না পেরে রেগে কাঁই। তার ভাতিজীকে যে উদ্ধার করা হয়েছে সেজন্যে কোন কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। শেষমেশ ঠিক করল, গোটা জ্যামাইকান নৌবহর নিয়ে ব্লাডকে খুঁজতে বেরবে। সে জানে, জলদস্যুরা টরটুগায় খুব বেশিদিন থাকবে না। সমুদ্রে তাদের ভাসতেই হবে। আর তখনই ক্যাঁক করে ব্লাডকে চেপে ধরবে বিশপ। ডেপুটি গভর্নর হিসেবে তার যে দ্বীপে থাকা কর্তব্য বেমালুম ভুলে গেছে। বিশেষ করে তখন যে কোন মুহূর্তে ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ বাধার সমূহ সম্ভাবনা।

চতুর্দশ লুইয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়াও কানাঘুষা চলছে ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ বাধবে। রাজা জেমসের অত্যাচারে জনগণ তিতিবিরক্ত। শোনা যাচ্ছে উইলিয়াম ডি অরেঞ্জকে ইংল্যান্ডে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রতি সপ্তাহান্তে ইংলিশ জাহাজগুলো নিত্য নতুন খবর সরবরাহ করছে। উইলিয়াম মার্চ মাসে রাজমুকুট মাথায় চড়াল। জেমস পালিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে ফ্রান্সে। ব্রিটিশ জাহাজ ইম্পেরেটরে ডেপুটি গভর্নর বিশপ প্রতি রাতেই মদে চুর হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ব্লাডের আসন্ন পরাজয় কামনা করে রাতটা এভাবেই উদ্‌যাপন করে সে।

ওদিকে ব্লাড টরটুগায় ফিরে তার বিচ্ছিন্ন নৌবহর চারটের দেখা পেয়েছে। ইদানীং মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকে তার। মাঝেমধ্যে প্রশ্ন জাগে মনে, টরটুগায় কেন এল? বোঝে, জলদস্যুর জীবন ফুরিয়ে যেতে চলেছে। তবে আর এখানে কেন? এ প্রশ্নের জবাব মেলে অন্য আরেকটি প্রশ্নে: এছাড়া অন্য কোথায়ই বা যাবে?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তার এই মুড ঝেঁটিয়ে বিদায় করতেই হলো। এক রোদেলা সকালে টরটুগার গভর্নর অ্যারাবেলার ডেকে এলেন। সঙ্গে মোটা মত হাসিখুশি এক ভদ্রলোক। নাম তাঁর ডি কাসি। ফ্রেঞ্চ

হিসপ্যানিওলার গভর্নর।

'আপনার কমান্ডে বিরাট দল আছে জানি,' পরিচয় পর্ব শেষ হলে বললেন কাসি।

'আটশো জনের মত হবে, মঁসিয়ে,' জানাল ব্লাড।

'বসে থাকতে নিশ্চয় ভাল লাগে না তাদের?'

শ্রাগ করল ব্লাড।

'ফ্রান্স থেকে খবর এসেছে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেছে। আমরা চাই যুদ্ধটাকে নিউ ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে দিতে। ব্রেস্ট থেকে ব্যারন ডি রিভারোলের কমান্ডে একটা নৌবহর আসছে। সে আমাকে চিঠিতে জানিয়েছে এখানে পৌঁছেই এক হাজার লোকের একটা দল্ল পেতে চায়। সেজন্যে আপনাকে ডি রিভারোলের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে বলতে এসেছি।'

ব্লাড ভাবনায় ডুবে গেছে। ফ্রান্সের রাজার পক্ষে সম্মানজনক পদে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে তাকে। বিষয়টি ভেবে দেখার মত।

'আমার অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে দেখি,' বলল ও। উলভারস্টোন আর হ্যাগথর্পকে ডেকে পাঠাল। সে সঙ্গে ইয়েবারভিল নামে আরেকজন ফরাসি বোম্বেটে। সে ল্যাচেসিস নামের একটি সহযোগী জাহাজের ক্যাপ্টেন।

শর্ত নিয়ে খানিক তর্কাতর্কির পর সেদিনই চুক্তি সাক্ষরিত হলো। জানুয়ারির শেষাশেষি পেটি গোভ-এ সমবেত হবে বোম্বেটেরা। ডি রিভারোলের সেখানেই আসার কথা।

পরের মাসে ক্যাপ্টেন ব্লাড তার নৌবহরসহ টরটুগা ত্যাগ করে পেটি গোভের বন্দরে নোঙর ফেলল। ক'দিন বাদেই পৌঁছল রিভারোল। তার অধীনে রয়েছে স্বেচ্ছাসেবক আর নিগ্রো সহ প্রায় বারোশো লোক। ব্লাডের আটশো লোক পেয়ে দু'হাজারের একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন হয়ে গেল। মার্চের মাঝামাঝিতে কার্টাজেনা-র পথে রওনা হলো ওরা, স্প্যানিশ নৌবাহিনীকে আক্রমণ করতে।

অল্পের জন্যে কর্নেল বিশপের নৌবহরের সঙ্গে দেখা হলো না ওদের। ব্লাডের খোঁজে টরটুগায় দু'দিন পর পৌঁছল বিশপ।

নিউ ওয়ার্ল্ড: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা মহাদেশ।

সতেরো

এপ্রিলের গোড়ায় ফরাসি বাহিনী কার্টাজেনার কাছাকাছি পৌঁছল। রিভারোল আক্রমণের পন্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে তার জাহাজে বৈঠক ডাকল।

'বোকা বানিয়ে শহরটা দখল করে নিতে হবে,' বলল সে। 'অতর্কিতে। যাতে ধনসম্পদ সরিয়ে ফেলার সুযোগ না পায়। আজ রাতে শহরের উত্তর দিকে একটা দল পাঠাব।' প্ল্যান পরিকল্পনা বিস্তারিত জানাল ও।

শ্রদ্ধার সঙ্গে তার কথাগুলো গিলল অফিসাররা। ব্লাড পাত্তাও দিল না। কারণ সে জানে, পরিকল্পনায় গলদ আছে। দু' বছর আগে সে-ও একইরকম প্ল্যান করেছিল, শহরটি দখলে নেয়ার জন্যে। কার্টাজেনায় গোপনে ঘুরেও গিয়েছিল। গোটা এলাকাটি খুব ভালভাবে চেনা আছে ওর। অন্যদিকে রিভারোলের জ্ঞান শুধুমাত্র ম্যাপ পর্যবেক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে কার্টাজেনা অদ্ভুত একটি অঞ্চল। শহরটির পুব আর উত্তরে পাহাড়, পশ্চিমমুখী শহরটির সামনের দিকে দুটো বন্দর। বাইরের দিকের বন্দরটিতে ঢুকতে হলে বোকা চিকা নামে সঙ্কীর্ণ একটি প্রণালী পেরোতে হবে। সেটি আবার একটি দুর্গের নজরবন্দী। এটি ছাড়া আরেকটি সরু চ্যানেল রয়েছে, ভেতরের বন্দরে ঢোকার জন্যে। এই চ্যানেলটিও পাহারা দিচ্ছে অন্য একটি দুর্গ। শহরটির পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রের দিকে উন্মুক্ত। দেখে মনে হয় প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আসলে সবার চোখে ধুলো দেয়ার জন্যেই অমন ব্যবস্থা। আর রিভারোলও ধোঁকা খেয়ে গেছে।

'আপনি নিশ্চয় কিভাবে আক্রমণ করবেন আলোচনা করার জন্যে আমাদের ডেকেছেন?' ব্লাড বলল।

'না,' ঠাণ্ডা স্বরে জানাল রিভারোল। 'আলোচনার কিছু নেই। আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আপনি এখানে এসেছেন আমার নির্দেশ শুনতে। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি,' হেসে বলল ব্লাড। 'কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি

নিজে বুঝছেন কিনা।' রিভারোলকে জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে বলে চলল, 'আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বললেন। যদি তাই হয় তবে আমাদের সবাইকে নিয়ে মরার ফন্দী করেছেন। উত্তর দিক থেকে এই শহরে হামলা চালানো খুব সোজা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এতই যদি সোজা তবে স্প্যানিশরা দক্ষিণ দিক সামলাতে এত ব্যস্ত কেন? ওখানে দুর্গ কিসের জন্যে?'

রিভারোল নিচের ঠোঁট কামড়ে নিশ্চুপ।

'স্প্যানিশদের যতটা বোকা ভাবছেন ওরা আসলে তা নয়,' বলছে ব্লাড, 'দু'বছর আগে হালচাল বুঝতে এসেছিলাম এখানে। ক'জন ভারতীয় ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে ভারতীয় সেজে। ইচ্ছে ছিল শহরটা দখলে নেবার। পরে আবিষ্কার করলাম উত্তরে প্রায় আধ মাইলের মত এলাকায় সমুদ্রের পানি একেবারে অগভীর। কোন জাহাজের পক্ষেই কাছে এসে শহরটা উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়।'

'ছোট ছোট নৌকা আর ক্যানুতে চেপে ডাঙায় লোক নামাতে পারি আমরা,' বাজখাঁই গলায় চেঁচাল রিভারোল।

'সি লেভেলের ঠিক নিচে এক সারি পাথর পড়ে আছে। স্রোতেরও খুব টান। যে কোন ছোট নৌকাও উল্টাতে বাধ্য।'

'হোক, তবু চেষ্টা করব,' রিভারোলের কাছে এখন আত্মসম্মানের প্রশ্ন।

'আপনার তবে যা ইচ্ছে তাই করুন,' বলল ব্লাড। 'আমি দলবলসুদ্ধ মরতে রাজি নই।'

'আমি আদেশ করলে...' রিভারোল বলতে চেষ্টা করলে বাধা দিল ব্লাড।

'ডি কাসি আমাদেরকে আপনার সঙ্গে যোগ দিতে বলেছেন; কারণ আমাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। আমার লোকবল ছিল না বলে কার্টাজেনা আক্রমণ করিনি। আপনার অবশ্য সে অসুবিধে নেই।'

'ঝটিকা হামলা চালিয়ে স্প্যানিশদের গুপ্তধন কেড়ে নেব আমরা।'

শ্রাগ করল ব্লাড।

'জানা ছিল না লুটপাটই আপনাদের আসল উদ্দেশ্য,' অবজ্ঞা ঝরে পড়ল ব্লাডের কণ্ঠে।

রাগে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে রিভারোল।

'বাজে বকবেন না!' গর্জাল ও। 'ভীতু কোথাকার! যান, আপনার

জাহাজে ফিরে যান। আমি একাই একশো।'

আঙ্কেল সেলামীও দিতে হলো তাকে। বিকেলে উপকূলের এক মাইলের ভেতর জাহাজ নিয়ে এল সে। সাঁঝ ঘনাতে তীরের উদ্দেশে তিনশো লোক ক্যানু আর নৌকায় চাপল। প্রথম ছটা নৌকা বিশাল ঢেউয়ের তোড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ডুবো পাথরে বাড়ি খেয়ে সব ক'জন যাত্রীর ভবলীলা সাঙ্গ হলো। সমুদ্রের গর্জন এবং বিপদগ্রস্তদের আর্তচিৎকার পেছনের সারির যাত্রীদের বাঁচিয়ে দিল। তারা নৌকার মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে পালাল। তা সত্ত্বেও জনা পঞ্চাশেক সঙ্গীকে হারাল ওরা। তাছাড়া, ছটা নৌকায় মজুদ অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদেরও সলিল সমাধি হয়েছে।

রিভারোল রাগে কাঁপতে কাঁপতে জাহাজে ফিরল। ক্যাপ্টেন ব্লাডের ওপর মহাখাপ্পা সে। দুর্ভাগ্যের জন্যে খামোকাই ব্লাডকে দায়ী মনে করছে। রাতে বিছানায় শুয়ে দাঁত কিড়মিড় করল। কাল সকালে খুবসে ধমকাবে বোম্বেটেটাকে।

ভোরে গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভাঙল তার। নাইট ড্রেস পরে ডেকে এসে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল। জলদস্যুদের চারটে জাহাজ বোকা চিকার আধ মাইল দূরত্ব থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে, দুর্গের উদ্দেশে। পাল্টা গুলি চালাচ্ছে দুর্গরক্ষীরা। কিন্তু জলদস্যুরা অত্যন্ত ধূর্ত। রক্ষীরা রিলোড করছে যেই অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পাঠাচ্ছে নির্ভুল নিশানায়।

রিভারোল যুদ্ধ দেখছে আর ভেতর ভেতর ফুঁসছে। তার অনুমতি ছাড়া কোন্ সাহসে হামলা চালাল ব্লাড? ভিক্টোরিয়াস জাহাজের অফিসাররা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কথায় সায় দিচ্ছে। ব্লাডের প্রতি তাদেরও ক্ষোভ, ঘৃণা আছে।

তুমুল লড়াই চলছে। দুর্গের অবস্থা কাহিল। জলদস্যুরাও যে খুব একটা পার পাচ্ছে তা নয়। চারটে জাহাজেই গোলা পড়েছে। অ্যারাবেলার মূল পালটি গোলার আঘাতে উড়ে গেছে। নির্বোধ রিভারোলের দু'চোখ খুশিতে চকচক করছে।

'স্প্যানিশরা শয়তানটার চারটে জাহাজই ডুবিয়ে দিক,' প্রার্থনা করল সে।

কিন্তু তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না। পরের মুহূর্তেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে দুর্গের অর্ধেকটায় আগুন ধরে গেল। জলদস্যুদের

একটি গোলা কপাল গুণে গোলাবারুদের গুদামে গিয়ে আঘাত হেনেছে।

ক'ঘণ্টা বাদে ক্যাপ্টেন ব্লাড ভিক্টোরিয়াসের ডেকে উঠে এসে স্যালুট দিল রিভারোলকে।

'বোকা চিকা দুর্গ এখন আমাদের দখলে,' বলল ও। 'ফরাসি ফ্ল্যাগ উড়ছে টাওয়ার থেকে। বাইরের বন্দর আপনার নৌবহরের জন্যে একদম খোলা।'

রিভারোলকে বাধ্য হয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হলো।

'কপাল ভাল বলে পার পেয়ে গেছেন,' বলল সে। 'এরপর থেকে আমার আদেশ ছাড়া আর আক্রমণ করতে যাবেন না।'

ব্লাড সবকটা দাঁত বার করে হাসল।

'আর কখনও এমন করব না,' বলল সে। 'এখুনি আবার হামলা চালানোটা জরুরী।'

ভেতর বন্দরের দুর্গটির দিকে ইঙ্গিত করল। শহর দখলের আগে ওটাকে অকেজো করতেই হবে। সে পরামর্শ দিল, ফরাসি জাহাজগুলো বাইরের বন্দরে ঢুকে তখনই যেন আক্রমণ শুরু করে। অন্যদিকে সে তিনশো জলদস্যুকে নিয়ে পুব দিক দিয়ে ঢুকে পেছন থেকে দুর্গে হামলা চালাবে।

মুহূর্তে রিভারোলের ব্যবহার পাল্টে গেল। মনে মনে ব্লাডের বুদ্ধির তারিফ করে তক্ষুণি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিল। কিন্তু ব্লাডকে মন থেকে ক্ষমা করতে পারল না। সন্ধে নাগাদ দুর্গের পতন ঘটল। কার্টাজেনা রিভারোলের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠাল।

ফরাসিরা বিপুল সম্পত্তি হাতিয়ে নিল। পরবর্তী চারদিন অবিরাম পরিশ্রম। একশো খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে সোনা চালান করে দেয়া হলো ফরাসিদের জাহাজে।

আঠারো

ক্যাপ্টেন ব্লাড ও তার দলবলকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেছে রিভারোল। শহর দখলের পেছনে ব্লাডের প্রধান ভূমিকা থাকলেও আত্মসমর্পণের চুক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার বৈঠকে ডাকা হয়নি ওকে।

ব্লাড মুখ বুজে অপমান হজম করে নিলেও খেপে উঠল জলদস্যুরা। ক্যাপ্টেনকে ন্যায্য হিস্যা বুঝে নেয়ার জন্যে রিভারোলের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য করল। রিভারোল শীতল অভ্যর্থনা জানাল ওকে।

'আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি, মঁসিয়ে,' বলল ব্লাড, 'কার্টাজেনার লুটের মালে আমাদেরও অধিকার আছে। আপনার সঙ্গে তেমন চুক্তিই হয়েছে। আমরা কিন্তু এখনও একটা ফুটো পয়সাও পাইনি। আমার লোকেরা অসন্তুষ্ট।'

'অসন্তুষ্টির কারণ?' জানতে চাইল রিভারোল।

'আপনার অসততা।'

ফরাসি লোকটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখে আগুন।

'চোরের বাচ্চাদের এত বাড় বেড়েছে!' চিৎকার করে বলল সে।

'আমার লোকদের কি দোষ? সবাই জানে আপনারা জাহাজ ভরে ফেলেছেন লুটের মাল দিয়ে,' বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই ব্লাডের কণ্ঠে। 'ওরা চাপ দিচ্ছে সমস্ত কিছু ওদের সামনে মেপে সমান ভাবে বেঁটে দিতে হবে।'

'তুমি কি বলতে চাও, শালা চোট্টা? আমি আর্মিদের লিডার, ছিঁচকে চোরদের নই।'

ব্লাড ওর রাগ দেখে হেসে ফেলল।

'তুমি যে-ই হও না কেন আমার কিছু যায় আসে না। সাবধান করে দিচ্ছি, ওদের অনুরোধ গায়ে না মাখলে মুশকিলে পড়বে। কার্টাজেনা থেকে বেরতে পারবে না।'

'তুমি আমাকে ভঁয় দেখাচ্ছ?' চেঁচাল রিভারোল। খানিক হম্বিতম্বির পর শেষ পর্যন্ত কথা দিতে বাধ্য হলো যে পরদিন সকালে সব মাল-সামান জলদস্যুদের সামনে হাজির এবং ওজন করা হবে।

ব্লাড নিজের জাহাজে ফিরে কথাটা সঙ্গীদের জানাতে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ওরা। কিন্তু পরদিন ভোরের আলো ফুটলে দেখা গেল অ্যারাবেলা ও তার তিনটি সহযোগী জলদস্যু জাহাজ ছাড়া বন্দরে অন্য কোন জাহাজ নেই। ফরাসি জাহাজগুলো রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে পালিয়েছে। রিভারোল তার সঙ্গীসাথী আর লুটের মাল নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে।

'ওদের ধাওয়া করে উচিত শিক্ষা দিতে হবে!' সমস্বরে গর্জাল বোম্বেটেরা। ব্লাডও সায় দিল। কিন্তু ধাওয়া শুরু করলে মন খচখচ

করতে লাগল ওর। অ্যারাবেলা শুনলে ওকে কি ভাববে?

'ভেবেছিলাম ডাকাতি ছেড়ে দেব, কিন্তু তা আর পারছি কই?' জেরেমি পিটকে মনের কথা প্রকাশ করল ব্লাড। 'ইংল্যান্ডের রাজার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। ফ্রান্সের পক্ষে কাজ করার এই তো ফল হলো। এখন ডাকাতি ছাড়া আর বাকি রইল কি?'

বাকি ছিল– স্বপ্নেও যা ভাবতে পারেনি ব্লাড।

হিসপ্যানিওলা ওদের গন্তব্য। ওরা জানে ফ্রান্সে পালাতে চাইলে ওখান থেকে জাহাজ রিফিট করতে হবে রিভারোলকে। দু'দিন দু'রাত একটানা উত্তরমুখো চলেও ফরাসি জাহাজগুলোর দেখা পেল না ওরা। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে দূরাগত গুলির শব্দ কানে এল।

'কামানের গোলা!' বলল পিট। ডেকে ব্লাডের সঙ্গে দাঁড়ানো সে।

সায় জানিয়ে কান পাতল ব্লাড।

'দশ মাইল, হয়তো পনেরো মাইল– বোধহয় পোর্ট রয়্যালে,' পিট যোগ করল।

'পোর্ট রয়্যালের কামান···তারমানে কর্নেল বিশপ হয়তো আমাদের দোস্তদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। আমাদের এগিয়ে দেখা দরকার।'

গোলাগুলির শব্দ লক্ষ্য করে পরবর্তী এক ঘণ্টা ভেসে চলল ওরা। তারপর হঠাৎ করেই চারদিক নীরব, নিথর। নজরে এল একটি বস্তু, খানিক বাদেই বোঝা গেল বড় একটি জাহাজ। আগুন ধরে গেছে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে জাহাজটির প্রধান মাস্তুল থেকে সেন্ট জর্জের ফ্ল্যাগ উড়তে দেখল ব্লাড।

'ইংলিশ জাহাজ!' চেঁচিয়ে বলল। যুদ্ধজয়ীকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। শেষ পর্যন্ত তিনটে বিশাল জাহাজের আবছা অবয়ব দেখতে পেল, তিন-চার মাইল দূরে। হতভম্ব ব্লাড উপলব্ধি করল সবচেয়ে বড় জাহাজটি হচ্ছে রিভারোলের ভিক্টোরিয়াস।

কিছুক্ষণ পরে রক্ষাপ্রাপ্তদের নিয়ে ভাসমান নৌকাগুলোর মুখোমুখি হলো ওদের জাহাজ। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে তখনও অনেকে আটকা পড়ে রয়েছে।

উনিশ

কটি নৌকা অ্যারাবেলার এক পাশে ধাক্কা খেল। বেঁটে, নাদুস নুদুস এক ভদ্রলোক উঠে এলেন ডেকে। নিঃসন্দেহে তিনি বোম্বেটে নন। তাঁর পেছন পেছন এলেন আরেকজন মোটা লোক। তবে ইনি লম্বা। তামাটে চেহারা, হাসি-হাসি মুখ। নীল চোখজোড়া ঝিলিক দিচ্ছে।

বেঁটে লোকটি মই বেয়ে নামতেই ব্লাডের দেখা পেলেন।

'কোথায় এলাম রে, বাবা! আপনি ইংরেজ নাকি?'

'আমার নাম ব্লাড– ক্যাপ্টেন পিটার ব্লাড। এটা আমার জাহাজ– অ্যারাবেলা।'

'ব্লাড!' আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'জলদস্যু!' দশাসই লোকটির দিকে ফিরলেন। 'কুখ্যাত জলদস্যু, ফন ডার কুইলেন। একেবারে বাঘের ঘরে ঢুকে বসে আছি।'

'তাই?' লম্বা ভদ্রলোকের কণ্ঠে বিদেশী টান স্পষ্ট। হঠাৎ হাসতে লাগলেন তিনি।

'আরে, হাসির কি হলো?' চেঁচালেন বেঁটে। 'প্রথমে রাত্তির বেলা ফ্লীট হারিয়ে ফেললেন, তারপর ফরাসিদের হাত থেকে কোনমতে পালিয়ে বাঁচলেন; তারপর এখন ধরা পড়েছেন জলদস্যুর হাতে। ভাল, খুব ভাল। যত ইচ্ছে হাসুন।'

'ভুল বললেন, স্যার,' শান্ত স্বরে বলল ব্লাড। 'আপনাদের ধরা হয়নি, বাঁচানো হয়েছে। একটু বোঝার চেষ্টা করে দেখুন কৃতজ্ঞতা আসবে।'

মেজাজী ভদ্রলোক ব্লাডের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে নিজের পরিচয় দিলেন।

'আমি লর্ড উইলোবি। ওয়েস্ট ইন্ডিজে রাজা উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল। আর ইনি অ্যাডমিরাল ফন ডার কুইলেন। রাজার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফ্লীটের কমান্ডার।'

'রাজা উইলিয়াম?' বিস্মিত বনে গেছে ব্লাড। 'কে তিনি?'

এবার অবাক হওয়ার পালা লর্ড উইলোবির।

'রাজা তৃতীয় উইলিয়াম রানী মেরির সঙ্গে তিনমাস ধরে ইংল্যান্ড শাসন করছেন।'

কথাটা হজম করতে ব্লাড ক'সেকেন্ড সময় নিল।

'জেমস খচ্চরটাকে শেষপর্যন্ত জুতো মেরে তাড়ানো হয়েছে?' প্রশ্ন করল ও।

লর্ড স্মিত হাসলেন।

'আপনি জানতেন না? এতদিন ছিলেন কোথায়?'

'দুনিয়ার সঙ্গে গত তিন মাস ধরে কোন যোগাযোগ নেই।'

'তাই হবে! আর এই তিন মাসে দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। রাজা জেমস ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে রাজা লুইয়ের দরবারে আশ্রয় নিয়েছে। ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যে যুদ্ধ চলছে তার অন্যতম প্রধান কারণ এটি। রিভারোল কোনভাবে জানতে পেরেছিল সেটা। তা নইলে ইংলিশ জাহাজ আক্রমণ করার ধৃষ্টতা দেখাত না।

ব্লাড খবরটা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল। জেমস যদি রাজা না-ই হয়ে থাকে তবে ইংল্যান্ডে ফিরতে তার অসুবিধে কোথায়? সব আবার নতুন করে শুরু করলেই তো হয়! মনের কথা খুলে বলল উইলোবিকে।

'দেশে ফিরতে চাইলে ফিরতে পারেন,' বললেন লর্ড। 'এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, চারবছর আগের ঘটনা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। কিন্তু এত তাড়া কিসের? আপনি তো ক্যাপ্টেন হিসেবে রীতিমত বিখ্যাত। সুযোগটা নিন না। যুদ্ধে রাজা উইলিয়ামের পক্ষে লড়ুন। ওয়েস্ট ইন্ডিজে আপনার অভিজ্ঞতা সরকারের অনেক কাজে আসবে।'

ব্লাড বলল ভেবে জানাবে।

'আগে আপনার একটা ব্যবস্থা করি,' বলল ও। 'পোর্ট রয়্যালে ফিরতে চান নিশ্চয়ই?'

'পোর্ট রয়্যাল?' রাগত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। গত সন্ধেয় পোর্ট রয়্যালে টুঁ মেরেছেন তাঁরা, কিন্তু ডেপুটি গভর্নরকে পাননি।

'গোটা নৌবাহিনী নিয়ে জলদস্যুদের পেছনে লাগতে গেছে ও।'

ব্লাড হতভম্বের মত এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে হেসে ফেলল।

'এ সময় কেউ এমন কাজ করে? লোকটা পাগল নাকি?'

'ফরাসিদেরকে আক্রমণ করার রাস্তা খুলে দিয়ে গেছে,' বিরক্ত লর্ড

বললেন। 'জেমসের সরকার অমন অযোগ্য লোকদেরই চাকরি দিয়েছে। ভাবতে পারেন!'

হাসি মুছে গেল ব্লাডের মুখ থেকে।

'রিভারোল একথা জানে?'

জবাব দিলেন ওলন্দাজ অ্যাডমিরাল।

'রিভারোল আমাদের ক'জন লোককে বন্দী করে নিয়ে গেছে। ওরা বলে দেবে পোর্ট রয়্যালে পাহারা নেই। এমন সুযোগ ছাড়বে না ও।'

মেজাজ আরও চড়ল লর্ডের।

'পোর্ট রয়্যালের কোন ক্ষতি হলে বিশপ গর্দভটাকে মজা বোঝানো হবে। টরটুগায় যাওয়ার ওর কি দরকারটা ছিল?'

হাসল ব্লাড।

'আমাকে খুঁজছে, মাই লর্ড। আমার মনে হয় ওর অবর্তমানে জ্যামাইকা রক্ষার দায়িত্ব আমারই নেয়া উচিত।' চেঁচিয়ে পিটকে নির্দেশ দিল। 'পোর্ট রয়্যালে যেতে হবে। যত জলদি সম্ভব।'

লর্ড উইলোবি ও অ্যাডমিরাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

'কিন্তু ওদের সঙ্গে পারবেন কিভাবে! রিভারোলের জাহাজ আপনারটার চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি শক্তিশালী।'

'ওকে হারাতে না পারলেও আমাদের জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিয়ে বন্দরের মুখটা তো বন্ধ করতে পারব,' বলল ব্লাড। 'এই ফাঁকে হয়তো বিশপও ফিরে আসবে।'

'তাতে লাভ কি?' প্রশ্ন করলেন উইলোবি। সংশয় দূর হচ্ছে না তাঁর।

'বলছি, মাই লর্ড। রিভারোল ঝুঁকিটা নেবে। কার্টাজেনার সমস্ত লুটের মাল ওর জাহাজে। ও পোর্ট রয়্যালে গেছে সবসুদ্ধ। ও আমার সঙ্গে হারুক-জিতুক, এটা ঠিক পোর্ট রয়্যাল থেকে লুটের সামান নিয়ে বেরতে পারছে না।'

লর্ড উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'ক্যাপ্টেন ব্লাড, আপনি সত্যিই গ্রেট,' বললেন তিনি। আক্রমণের পরিকল্পনা করতে তখুনি বসে পড়ল ওরা।

বিশ

সেদিন বিকেল। জলদস্যুদের জাহাজগুলো পোর্ট রয়্যালের বাইরের দিককার সঙ্কীর্ণ জমির আড়াল নিয়ে ধীরে ধীরে বন্দরের কাছে এসে নোঙর করল। দু'ঘণ্টা হলো পৌঁছেছে ওরা, শহরবাসী আর রিভারোলের চোখ ফাঁকি দিয়ে। সর্বক্ষণই ওদের কানে এসেছে কামানের গর্জন। ফরাসি ও পোর্ট রয়্যালের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে।

'দেরি করছেন কেন, মাই ফ্রেন্ড?' ব্লাডকে জিজ্ঞেস করলেন ফন ডার কুইলেন।

ব্লাড ওঁর দিকে চেয়ে হাসল।

'আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাব না,' বলল, 'সবুরে কিন্তু মেওয়া ফলে। ফরাসি জাহাজগুলো ড্যামেজ হবেই, তাতে আমাদের সুবিধে।' কান পাতল ও। 'এখনই সময়,' বলে চলল, 'দুর্গের দিক থেকে গুলি বন্ধ। আমরা এখন আক্রমণ করব।'

চেঁচিয়ে জেরেমি পিটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল ও। মুহূর্তে অ্যারাবেলা আর এলিজাবেথের ক্রুদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হলো। দুটোই বন্দরের দিকে এগোচ্ছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে বন্দরের প্রবেশমুখে চলে এল। দুর্গ এখন ভগ্নস্তূপ। বিজয়ী বাহিনী শহরের দখল নিতে দ্রুত এগোচ্ছে।

ব্লাড শত্রুদের জাহাজগুলো লক্ষ করে মৃদু হাসল। ভিক্টোরিয়াস মোটামুটি অক্ষতই রয়েছে, অন্য দুটোর বেহাল অবস্থা।

'দেখলেন তো!' ফন ডার কুইলেনের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল। 'অপেক্ষার সুফল।' এবার নিজের লোকদের প্রতি চেঁচিয়ে আদেশ করল। 'যে যে ভাবে পারো আক্রমণ করো।'

পেল্লায় জাহাজটিকে হঠাৎ নিজের দিকে আসতে দেখে কলজে শুকিয়ে গেছে রিভারোলের। সে কোন নির্দেশ দেয়ার ফুরসত পেল না। প্রতিপক্ষ সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে। গোলার আঘাতে কেঁপে উঠল ভিক্টোরিয়াস, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে। ফরাসিদের বিহ্বলতা কাটার আগেই দ্বিতীয় দফা আক্রমণ এল।

'জেরেমি,' চিৎকার করছে ব্লাড, 'আরও ভেতরে ঢুকে পড়ো। ওদের ডেকে নামব। হেটন– হুকগুলো! ফ্রন্টের গোলন্দাজকে বলো যত বেশি পারে ফায়ার করতে।'

অতিথিদেরকে ত্বরিত প্ল্যান ব্যাখ্যা করল ব্লাড।

'ওদের ডেকে নেমে হাতাহাতি করতে হবে। সেটাই একমাত্র সুযোগ। ওদের বিরুদ্ধে কামানযুদ্ধে বেশিক্ষণ টিকতে পারব না আমরা।'

ইতোমধ্যে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে পাল্টা আঘাত হানতে আরম্ভ করেছে ফরাসিরা। কামানের তোপে টলমল করছে অ্যারাবেলা। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে আবার এগোতে শুরু করল। সামনের অংশ চূর্ণবিচূর্ণ, ডেক বিধ্বস্ত, পানির স্তরের সামান্য ওপরে বড় একটি গর্ত দেখা দিয়েছে। গ্র্যাপলিং হুক নিয়ে অতিকষ্টে এগিয়ে আসছে অ্যারাবেলা। ওদিকে রিলোড করে আবারও আক্রমণ শানিয়েছে রিভারোল বাহিনী। কামানের গর্জন এবং আহতদের আর্তচিৎকারের মধ্য দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কালো ধোঁয়ার আড়ালে আশ্রয় নিল জাহাজটি। এ মুহূর্তে শত্রুপক্ষ দেখতে পাচ্ছে না ওদের। পিট চেঁচিয়ে জানাল, জাহাজ দ্রুত ডুবছে। ভিক্টোরিয়াস নাগালের মধ্যেই রয়েছে, তবু যেন মনে হচ্ছে বহুদূর; পৌঁছতে পারবে না।

ভিক্টোরিয়াসের সাত আট গজের মধ্যে এখন ওরা। নিচের ডেক ইতোমধ্যে পানির তলে, উল্লসিত ফরাসিদের চ্যাঁচামেচি আর হাসির শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ব্লাডের লোকেরা সামনে লাফিয়ে দু' জাহাজের মধ্যের ফাঁকা জায়গায় গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ে দিল। দুটো হুক ফরাসিদের ডেকে আটকেছে। অভিজ্ঞ বোম্বেটেরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জাহাজ দুটিকে একত্র করার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত সফলও হলো। দু'জাহাজ বাড়ি খেল। ভিক্টোরিয়াসের সঙ্গে ফাঁসানো ছটা হুক নামকাওয়াস্তে ভাসিয়ে রাখল অ্যারাবেলাকে।

ব্লাডের নেতৃত্বে জলদস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ফরাসিদের ওপর। একটানা আধ ঘণ্টা ধরে দু'পক্ষে সংঘর্ষ চলল। ফরাসিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ফলে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল। কিন্তু বোম্বেটেরা জানে তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, পালানোর পথ বন্ধ। ওরাও বেপরোয়া। ভিক্টোরিয়াসকে হয় নিজেদের দখলে আনো নয়তো মরো।

প্রায় অর্ধেকের মত সঙ্গীকে হারিয়ে শেষ অবধি জাহাজটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারল ওরা। মাথায় গুলি খেয়ে প্রাণত্যাগ

করেছে রিভারোল। যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া গুটি কয়েক ফরাসি আত্মসমর্পণ করে প্রাণভিক্ষা চাইল। ব্লাডের নির্দেশে হুকগুলো খুলে দেয়া হলো। ক্যাপ্টেনের চোখের সামনে তার প্রিয় জাহাজটি সমুদ্রের গভীরে ঠাঁই নিল।

দৃশ্যটি দেখতে দেখতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ব্লাড।

একুশ

কদিন পরে ফন ডার কুইলেনের বাদ বাকি নৌবহরগুলো পোর্ট রয়্যালের বন্দরে নোঙর করল। লর্ড উইলোবি বৃথা সময় নষ্ট না করে অন্যান্য ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপগুলো ঘুরে দেখার জন্যে জাহাজ ভাসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'ওই গাধা ডেপুটি গভর্নরটার জন্যে এত পিছিয়ে গেলাম আমরা,' অ্যাডমিরালের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ভদ্রলোক।

'সেজন্যে আর ভেবে কি হবে?' বললেন ফন ডার কুইলেন। 'যোগ্য লোক তো আপনার চোখের সামনেই রয়েছে। তাকেই দায়িত্ব বুঝিয়ে দিন না।'

'ব্লাডের কথা বলছেন?'

'আর কার কথা বলব? তার চেয়ে ভাল লোক আর পাবেন?'

'তো একই রকম চিন্তা আপনার মাথাতেও এসেছে দেখি?' মন্তব্য করলেন লর্ড উইলোবি। 'ও নিঃসন্দেহে বিশপের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য।'

ডেকে পাঠানো হলো ব্লাডকে। প্রস্তাব শুনে খানিকটা অবাকই হয়েছে ও। স্বপ্নেও এমন প্রস্তাবের প্রত্যাশা করেনি। ও কি পারবে অমন গুরুত্বপূর্ণ একটি পদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে? তাছাড়া মিস বিশপের চিন্তাও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এ বাড়িতেই রয়েছে মেয়েটি, যদিও এখন পর্যন্ত দেখা হয়নি। ওর প্রতি সামান্যতম করুণাও যদি থাকত অ্যারাবেলার...! ওর উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছে মেয়েটি। ওরই চাচার পদে দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তাবে রাজি হওয়াটা কি ঠিক হবে?

লর্ড উইলোবি ও বোম্বেটে বন্ধুদের চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত

রাজি হতেই হলো ব্লাডকে। গ্যারিসন কমান্ডারের উপস্থিতিতে ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব বুঝে নিল সে।

'এবার আমরা নিজেদের কাজে মন দিতে পারব,' সাফল্যের হাসি হেসে বললেন ফন ডার কুইলেন।

'কাল সকালে রওনা দেব,' জানালেন লর্ড।

বিস্মিত ব্লাড চাইল ওঁর দিকে।

'কর্নেল বিশপের কি হবে?'

'সে আপনি জানেন। আপনি এখন ক্ষমতায়। সে ফিরলে আমার চিঠিটা ওর হাতে দেবেন,' একটি চিঠি ব্লাডের হাতে দিলেন লর্ড।

ক্যাপ্টেন ব্লাড তখনই কাজে লেগে পড়ল। পোর্ট রয়্যালের বিপর্যস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। বিধ্বস্ত দুর্গটি পরিদর্শন করে জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের নির্দেশ দিল।

পরদিন সকালে ফন ডার কুইলেনের জাহাজ যখন পাল তোলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন গভর্নরের অফিসে বসা ব্লাডের কানে একটি সুখবর মধু ঢালল। বিশপের ফ্লীটকে নাকি আসতে দেখা যাচ্ছে।

'খুব ভাল হলো,' বলল ব্লাড। 'লর্ড উইলোবির সঙ্গে দেখা হবে। ও এখানে পৌঁছলেই গ্রেপ্তার করে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

চেয়ারে বসে ছাদের কড়িকাঠ গুণছে ব্লাড। পেরোচ্ছে সময়। দরজায় টোকা পড়ল। একজন ভৃত্য ঢুকে জানতে চাইল মহমান্য ব্লাড মিস বিশপের সঙ্গে দেখা করবেন কিনা।

মান্যবরের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কাঠ হয়ে বসে ভৃত্যের দিকে ক'মুহূর্ত চেয়ে রইল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

মেয়েটি প্রবেশ করলে উঠে দাঁড়াল ব্লাড। অ্যারাবেলার চেহারাতেও মলিনতা। এক মুহূর্ত পরস্পরকে নীরবে লক্ষ করল। তারপর এগিয়ে এসে মেয়েটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করল: 'আ···আমি এইমাত্র খবরটা শুনেছি···ইয়োর এক্সেলেন্সী,' তোতলাচ্ছে রীতিমত।

'ভয়ের কিছু নেই, মিস বিশপ,' অভয় দিল ব্লাড। 'আপনার চাচার সঙ্গে আমার শত্রুতা থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিশোধ নেব না আমি। বরঞ্চ তাকে রক্ষা করার চেষ্টাই করব। লর্ড উইলোবি অবশ্য তার ওপর মহা খাপ্পা, কঠোর শাস্তি দিতে চান। তবে আমার ইচ্ছা আপনার চাচাকে বার্বাডোজে ফেরত পাঠানো।'

ধীর পায়ে আরেকটু এগোল অ্যারাবেলা।

'আমি···আমি খুব খুশি হলাম,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল।

ঠাণ্ডা চোখে বাড়ানো হাতটা দেখল ব্লাড। তারপর বাউ করে বলল, 'চোর-ডাকাতদের সঙ্গে হাত মেলাবেন?'

'প্লীজ, ওকথা বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না,' হাসার চেষ্টা করছে মেয়েটি। 'আমি কি কোনদিনই ক্ষমা পাব না?'

'ক্ষমা করতে খানিকটা কষ্ট তো হচ্ছেই। যাকগে, ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

বিষণ্ন চোখে ব্লাডের দিকে চেয়ে আবার হাত এগিয়ে দিল অ্যারাবেলা।

'আমি যাচ্ছি, ক্যাপ্টেন ব্লাড। চাচার সঙ্গে বার্বাডোজে ফিরে যাব। আর হয়তো কখনও দেখা হবে না। আমি আপনার সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি, সেজন্যে ক্ষমাও চেয়েছি। আমাকে...আমাকে কি গুড বাই-ও বলবেন না?'

অন্তরের সমস্ত তিক্ততা মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলল ব্লাড। মিস বিশপের হাত ধরে নরম গলায় বলল, 'অ্যারাবেলা!' কণ্ঠে মিনতি, 'বার্বাডোজে আপনাকে ফিরতেই হবে? নাকি আমার সঙ্গে ইংল্যান্ডে ফিরবেন? কাঁদছেন কেন! আমার কোন কথায় কষ্ট পেয়েছেন?'

'আমি আসলে এমন কথা শুনব আশা করিনি,' কান্নার ভেতরে হেসে ফেলল অ্যারাবেলা।

এরপর বলাইবাহুল্য দু'জনে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রেমালাপ করল। ব্লাড বেমালুম ভুলে গেছে তার অফিসের দায়িত্বের কথা।

ইতোমধ্যে বিশপের জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে। সে নেমেছে জাহাজ থেকে। হতাশ, ক্ষুব্ধ লোকটির কপালে আরও দুঃখ বাকি ছিল। মেজর ম্যালার্ডের নেতৃত্বে একদল মিলিশিয়া তাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে অচেনা দু'জন লোক।

ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসেছে ম্যালার্ড।

'কর্নেল বিশপ, আপনাকে গ্রেপ্তার করার অর্ডার আছে।'

বিশপ হতবাক। রাগে থমথম করছে মুখ।

'কি যা তা বকছেন! গ্রেপ্তার– আমাকে? কার অর্ডারে?'

'জ্যামাইকার গভর্নরের অর্ডারে,' অপরিচিতদের মধ্য থেকে একজন বললেন। বিশপ খুনী চোখে তার দিকে চাইল।

'গভর্নর? পাগল নাকি!' সবার ওপর নজর বুলিয়ে বলল, 'গভর্নর তো আমি।'

'ছিলেন,' খাটো লোকটি বললেন। 'এখন আর নন। শহরটাকে তোপের মুখে ফেলে আপনি নৌবহর নিয়ে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা আমাদের কাছে ছেলেখেলা নয়। আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে কিনা সেটার বিচার করবেন আপনার উত্তরসূরি।'

পিলে চমকে গেছে বিশপের।

'আপনি কে?'

'আমি লর্ড উইলোবি। রাজার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কলোনিগুলোর গভর্নর জেনারেল। জানতেন নিশ্চয়ই আমি যে আসছি?'

আলখাল্লার মত খসে পড়ল বিশপের অবশিষ্ট রাগ-ঝাল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

'কিন্তু, মাই লর্ড···' বলতে চেষ্টা করল ও।

'স্যার, আমার অজুহাত শোনার কোনও দরকার নেই।' বাধা দিয়ে বললেন লর্ড। 'আমি এখন রওনা দেব। হাতে সময় কম। গভর্নরকে সব বলুন, তিনিই যা ব্যবস্থা নেয়ার নেবেন।'

মেজর ম্যালার্ডের উদ্দেশে তিনি ইঙ্গিত করলে বিশপকে গভর্নরের বাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। এ বাড়ি এতদিন তারই ছিল। ওকে হল-এ দাঁড় করিয়ে রেখে গভর্নরকে ওর কথা জানাতে গেল ম্যালার্ড।

কমান্ডার যখন রূমে প্রবেশ করল তখনও মিস বিশপ আর ব্লাড প্রেমালাপে মশগুল। সব শুনে অ্যারাবেলা অনুনয় করল, 'চাচাকে ক্ষমা করবে না? আমার খাতিরে অন্তত ওঁকে ছেড়ে দাও।'

'ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না,' নরম করে বলল ব্লাড। ম্যালার্ড কর্নেল বিশপকে ডেকে আনতে গেলে সুড়ুত করে পেছন দরজা দিয়ে বাগানে সেঁধোল অ্যারাবেলা।

'মহামান্য গভর্নর আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন,' এই বলে দরজা খুলে দিল ম্যালার্ড।

কর্নেল বিশপ রূমে ঢুকে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক ভদ্রলোক ওর টেবিলটিতে বসেছেন। তাঁর কোঁকড়া কালো চুলগুলো ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাথাটা উঁচু হলো হঠাৎ। একজোড়া নীল চোখ সাপের মত শীতল চোখে বন্দীর দিকে চেয়ে রয়েছে। কর্নেল বিশপ 'আঁক' করে একটা শব্দ করল। মুখ হাঁ। হতভম্ব। যার জন্যে টরটুগা ঢুড়ে মরেছে সেই পরম শত্রু যে সামনেই বসা!

***